আনন্দমঠ

সম্পাদক

অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম.এ., ডি.ফিল.

ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড

কলিকাতা • বোম্বাই • মাদ্রাজ • নয়াদিল্লী

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৩/৫ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০০০২

আঞ্চলিক অফিস :

১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০০১৩

নিকল রোড, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ৪০০০৩৮

৩৬এ মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ ৬০০০০২

১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০০০১

প্রথম সংস্করণ : ১৯৬৪

মুদ্রক : শ্রীকালিদাস মুন্সী

পুরাণ প্রেস, ২১ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট

কলিকাতা ৪

প্রকাশক : শ্রীএন্ ভেঙ্কু আয়ার, ম্যানেজার

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলিকাতা ১৩

সংশোধিত নূতন সংস্করণের নিবেদন

১২৮৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ প্রকাশিত হয়। সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত এই গ্রন্থটি, শুধু বাঙ্গালা দেশের নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের অন্তরে দেশাত্মবোধের প্রেরণা সঞ্চার করিয়া আসিতেছে।

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—এই সুভাষিতটির মর্মার্থ বঙ্কিমচন্দ্রই যথার্থভাবে উপলব্ধি করেন; সন্তানদলের পরিকল্পনা সেই উপলব্ধিরই সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ। বঙ্কিমের মানসলোকে যে সত্যানন্দ ভবানন্দ জীবানন্দ জ্ঞানানন্দের জন্ম হইয়াছিল তাঁহারা সকলেই একদিন বস্তুলোকে নামিয়া আসিলেন। বিগত অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল ধরিয়া নানা নামে নানা মূর্তিতে তাঁহাদের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি। গান্ধীজি, চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ, রাসবিহারী বসু, সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, প্রদ্যোত, মাতঙ্গিনী প্রমুখ সকল আত্মত্যাগী মাতৃপূজকই সন্তানদলের আদর্শের উত্তরাধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে আদর্শ জননীর—দেশজননীর—"মঙ্গলসাধন"। তাঁহাদের পথনির্বাচনে মাঝে মাঝে অনৈক্য দেখা গিয়াছে সত্য, কিন্তু দেশমাতৃকার এই একনিষ্ঠ পূজারী পূজারিণীগণ কোনোদিন লক্ষ্য হইতে বিন্দুমাত্র ভ্রষ্ট হন নাই। আজ ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতা লাভ করিয়া থাকে তো সে এই সর্বত্যাগী সন্তানদলের মাতৃপূজার ফল।

"বন্দেমাতরম্" আজ আমাদের জাতীয় সংগীত। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সহিত আজিকার ভারতের যদি কোনো যোগ থাকে তো সে যোগ রক্ষা করিতেছে "বন্দেমাতরম্"। "আনন্দমঠ" এখন প্রাচীন সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। একে পুরাতন বই তাহাতে আবার বড় বই—এ যুগের পাঠক-পাঠিকার পড়িবার সময় কোথায়? এই সময়-সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যেই গ্রন্থ সংক্ষেপের প্রথম প্রবর্তন করি, বাঙ্গালাদেশের পাঠক-সমাজের তাহা অবিদিত নাই। বর্তমান সম্পাদকের সম্পাদিত যাবতীয় গ্রন্থ বাঙ্গালার জনসাধারণের নিকট হইতে যে অভূতপূর্ব সমাদর লাভ করিয়াছে তাহা হইতে এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে, বাঙ্গালায় সংক্ষেপিত সাহিত্য প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে মূল গ্রন্থের আখ্যান রস অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার উপরেও কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। পারম্পর্য বজায় রাখিবার জন্য যে ছত্রগুলি যোগ করিতে হইয়াছে, সেগুলি ছোট অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

আনন্দমঠের প্রধান চরিত্রসমূহ

মহেন্দ্র	জীবানন্দ	কল্যাণী
সত্যানন্দ	ধীরানন্দ	নিমাইমণি
ভবানন্দ	জ্ঞানানন্দ	শান্তি

আনন্দমঠ

প্রথম খণ্ড

১

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে উচ্চনীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। আজ হাটবার, হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈল-শিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। তাহার অভ্যন্তরে এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধ-পেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র-ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পর কে ভিক্ষা দেয়?—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল-জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘর-বাড়ি বেচিল, জোত-জমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর

ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই। সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল। আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল,—জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহারও চিকিৎসা করে না, কেহ কাহাকে দেখে না। মরিলে কেহ ফেলে না। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান্—কিন্তু আজ ধনী নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণ কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। সেই বহুপরিবারমধ্যে এখন তাঁহার ভার্যা ও তিনি স্বয়ং আর শিশুকন্যা। তাঁহাদেরই কথা বলিতেছিলাম।

মহেন্দ্র ও কল্যাণী ভাবিতেছিলেন গ্রাম ছাড়িয়া অন্য কোথাও না গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। অনেক তর্কবিতর্কের পর পদচিহ্ন

ত্যাগ করাই স্থির হইল। পরদিন প্রভাতে শিশুকন্যাটিকে কোলে লইয়া দুইজনে রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথে ডাকাত-লুঠেরার ভয় আছে বলিয়া মহেন্দ্র বন্দুক সঙ্গে লইলেন। কল্যাণীও একটি ক্ষুদ্র বিষের কৌটা বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া লইলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রৌদ্রে পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে, আকাশ তপ্ত তামার চাঁদোয়ার মত, পথের ধূলিসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ।

কল্যাণী ঘামিতে লাগিলেন, কখনও বাবলা গাছের ছায়ায় কখনও খেজুর গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দমময় জল পান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিলেন।

সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া (তাঁহারা) সন্ধ্যার পূর্বে এক চটিতে পেঁ ৗছিলেন। কিন্তু কৈ চটিতে তো মনুষ্য নাই। বড় বড় ঘর পড়িয়া আছে, মানুষ সকল পলাইয়াছে। তখন মহেন্দ্র কল্যাণীকে বলিলেন, "তুমি একটু সাহস করিয়া একা থাক; দেখি যদি গাই থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, আমি দুধ আনিব।" এই বলিয়া একটা মাটির কলসী হাতে করিয়া মহেন্দ্র নিক্রান্ত হইলেন। কলসী অনেক পড়িয়া ছিল।

মহেন্দ্র চলিয়া গেলেন। কল্যাণী একা বালিকা লইয়া সেই জনশূন্য স্থানে প্রায়-অন্ধকার কুটির মধ্যে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে বড় ভয় হইতেছিল। এইরূপ চারিদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। অতিশয় শুষ্ক শীর্ণ—অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ,

উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, কাহাকে যেন সংকেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর আর একটা আসিল, তারপর আরও একটা আসিল। কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায়-অন্ধকার গৃহ নিশীথ-শ্মশানের মত ভয়ংকর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্তিসকল কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্ছিতা হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল।

বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দস্যুরা এক পরিষ্কৃত সুকোমল তৃণাস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে নামাইয়া নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইল। সকলেই ক্ষুধার্ত, খাদ্য চায়। সোনা রূপার ভাগ দিয়া দলপতি তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহারা রাগে আপন আপন ভাগের অলংকার দলপতির গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। দলপতি দুই একজনকে মারিলে উত্তেজিত দস্যুরা সকলে মিলিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল।

দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিষ্ট ছিল, দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের মধ্যে একজন বলিল, "শৃগাল-

কুক্কুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই! আজ এই বেটাকে খাই।” তখন সকলে “জয় কালী” বলিয়া উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। “বম্ কালী! আজ নরমাংস খাইব।” তখন আর একজন বলিল, “যদি মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে এই বুড়ার শুকনা মাংস কেন খাই? আজ যাহা লুঠিয়া আনিয়াছি, তাহাই খাইব। এস, ওই কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।” তখন সকলেই লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী কন্যা লইয়া শুইয়াছিলেন সেইদিকে চাহিল। দেখিল যে, সে স্থান শূন্য; কন্যাও নাই, মাতাও নাই। দস্যুদিগের বিবাদের সময় সুযোগ দেখিয়া কল্যাণী কন্যা কোলে করিয়া বনমধ্যে পলাইয়াছেন। শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া “মার মার” শব্দ করিয়া সেই প্রেতমূর্তি দস্যুদল চারিদিকে ছুটিল। অবস্থা বিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তুমাত্র।

বৃক্ষলতাকণ্টক ভেদ করিয়া কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মেয়েটির গায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল। মেয়েটি মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে লাগিল, শুনিয়া দস্যুরা আরও চীৎকার করিয়া চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল—কন্যাটি ভয় পাইয়া আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কল্যাণী তখন নিরস্ত হইয়া আর পলায়নের চেষ্টা করিলেন না; এক বৃহৎ বৃক্ষতলে বসিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, “কোথায় তুমি হে মধুসূদন!” এই সময়ে ভয়ে, ভক্তির প্রগাঢ়তায়, ক্ষুধাতৃষ্ণার অবসাদে কল্যাণী ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য,

আভ্যন্তরিক চৈতন্যময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় স্বরে গীত হইতেছে—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

গীত ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। শেষে কল্যাণীর মাথার উপর বনস্থলী গীতস্বরে প্রতিধ্বনিত হইল।

কল্যাণী তখন নয়নোন্মীলন করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন ঋষিমূর্তি। মনে করিলেন, প্রণাম করিব, কিন্তু প্রণাম করিতে পারিলেন না, মাথা নোয়াইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

২

সেই বনমধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে ভগ্নশিলাখণ্ডসকলে পরিবেষ্টিত হইয়া একটি বড় মঠ আছে। এই মঠের একটি কুঠারি মধ্যে একটা বড়ো কুঁদো জ্বলিতেছিল, তাহার ভিতর কল্যাণীর প্রথম চৈতন্য হইলে দেখিলেন সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর শুভ্রবসন মহাপুরুষ। মহাপুরুষ বলিলেন, "মা! দেবতার ঠাঁই, শঙ্কা করিও না, একটু দুধ আছে, কন্যাকে কিছু খাওয়াও, আপনি কিছু খাও, তাহার পর কথা কহিবে।"

কল্যাণী হৃষ্টচিত্তে কন্যাকে দুগ্ধ পান করাইলেন কিন্তু নিজে খাইলেন না। ব্রহ্মচারী পুনরায় দুধ খাইতে বলিলেন।

তখন কল্যাণী বলিলেন, "আমাকে দুধ খাইতে আজ্ঞা করিবেন না। আমি খাইব না। আমার স্বামী এ পর্যন্ত অভুক্ত আছেন, তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইলে কিংবা ভোজনসংবাদ না শুনিলে আমি কি প্রকারে খাইব?"

তখন ব্রহ্মচারী একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিয়া কল্যাণী এবং তাঁহার স্বামীর বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত হইলেন। ব্রহ্মচারী তখন বলিলেন, "তুমি নির্ভয়ে এই দেউলমধ্যে অবস্থিতি কর, আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে চলিলাম।"

রাত্রি অনেক। চাঁদ মাথার উপর। পূর্ণচন্দ্র নহে, আলো তত প্রখর নহে। এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর সেই অন্ধকারের ছায়াবিশিষ্ট অস্পষ্ট আলো পড়িয়াছে। রাস্তার ধারে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। ব্রহ্মচারী সেই পাহাড়ের শিখরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন,—কি শুনিতে লাগিলেন, বলিতে পারি না। এক স্থানে পাহাড়ের মূলের নিকটে বড় জঙ্গল। ব্রহ্মচারী সেই দিকে গেলেন। নিবিড় জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সেই বনমধ্যে বৃক্ষরাজির অন্ধকার তলদেশে সারি সারি গাছের নীচে মানুষ বসিয়া আছে। মানুষ সকল দীর্ঘকায়, কৃষ্ণকায়, সশস্ত্র ; জোৎস্নায় তাহাদের মার্জিত আয়ুধসকল জ্বলিতেছে। এমন দুইশত লোক বসিয়া আছে— একটি কথাও কহিতেছে না। তিনি সকলের সম্মুখ দিয়া সকলকে দেখিতে দেখিতে গেলেন, অন্ধকারে মুখপানে চহিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে গেলেন, খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক জনকে চিনিয়া তাহার অঙ্গ স্পার্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত করিতেই সে উঠিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে লইয়া দূরে অসিয়া দাঁড়াইলেন ; এই ব্যক্তি যুবা পুরুষ—ঘনকৃষ্ণ গুম্ফশ্মশ্রুতে তাহার চন্দ্রবদন আবৃত—সে বলিষ্ঠকায় ; অতি সুন্দর পুরুষ। সে গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছে—সর্বাঙ্গে চন্দনশোভা। ব্রহ্মচারী তাহাকে বলিলেন, "ভবানন্দ, মহেন্দ্র সিংহের কোন সংবাদ রাখ ?"

ভবানন্দ তখন বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ আজ প্রাতে স্ত্রী-কন্যা লইয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, চটিতে—"

এই পর্যন্ত বলাতে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "চটিতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জানি। কে করিল?"

ভবা। গেঁয়ো চাষা লোক বোধ হয়। এখন সকল গ্রামের চাষাভুষা পেটের জ্বালায় ডাকাত হইয়াছে! আজকাল কে ডাকাত নয়?

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "চোরের হাত হইতে আমি তাহার স্ত্রী-কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছি। এখন তাহাদিগকে মঠে রাখিয়াছি। এখন তোমার উপর ভার যে, মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া তাহার স্ত্রী-কন্যা তাহার জিম্মা করিয়া দাও। এখানে জীবানন্দ থাকিলে কার্যোদ্ধার হইবে।"

ভবানন্দ স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মচারী তখন স্থানান্তরে গেলেন।

৩

মহেন্দ্র চটিতে ফিরিয়া দেখিলেন কেহ কোথাও নাই। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও স্ত্রী ও কন্যার কোনও খবর পাইলেন না। তখন তিনি নগরের পথে চলিতে লাগিলেন। মনে আশা ছিল নগরে গিয়া রাজপুরুষদের সাহায্যে স্ত্রী-কন্যার সন্ধান করিবেন।

১১৭৩ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ, নরাধম, বিশ্বাসহন্তা, মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।

অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য। লোক না খাইয়া মরুক, খাজনা আদায় বন্ধ হয় না। যাহা কিছু আদায় হইয়াছে, তাহা গাড়ি বোঝাই হইয়া সিপাহীর পাহারায় কলিকাতায় কোম্পানির ধনাগারে যাইতেছিল। মহেন্দ্র সিপাহী ও গোরুর গাড়ি কর্তৃক পথ রুদ্ধ দেখিয়া জঙ্গলের ধারে গিয়া দাঁড়ালেন।

তখন একজন সিপাহী বলিল, "এহি একঠো ডাকু ভাগতা হৈ!" মহেন্দ্রের হাতে বন্দুক দেখিয়া এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। সে তাড়াইয়া গিয়া মহেন্দ্রের গলা ধরিল এবং "শালা—চোর"—বলিয়াই সহসা এক ঘুষা মারিল ও বন্দুক কাড়িয়া লইল। মহেন্দ্র রিক্তহস্তে কেবল ঘুষাটা ফিরাইয়া মারিলেন। ঘুষাটা খাইয়া সিপাহী মহাশয় ঘুরিয়া অচেতন হইয়া রাস্তায় পড়িলেন। তখন তিন চারিজন সিপাহী আসিয়া ধরিয়া জোরে টানিয়া গোরুর গাড়ির দড়ি দিয়া মহেন্দ্রকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া গোরুর গাড়িতে তুলিল। মহেন্দ্র দেখিলেন, এত লোকের সঙ্গে জোর করা বৃথা, জোর করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াই বা কি হইবে? স্ত্রী-কন্যার শোকে মহেন্দ্র তখন কাতর, বাঁচিবার কোন ইচ্ছা ছিল না। সিপাহীরা মহেন্দ্রকে উত্তম করিয়া গাড়ির চাকার সঙ্গে বাঁধিল। পরে সিপাহীরা খাজানা লইয়া যেমন যাইতেছিল, তেমনি মৃদুগম্ভীর পদে চলিল।

৪

ব্রহ্মচারীর আজ্ঞা পাইয়া ভবানন্দ সেই চটির দিকে চলিলেন।

ভবানন্দ তালপাহাড় হইতে যে চটির দিকে চলিলেন, সেও দক্ষিণ হইতে উত্তর। যাইতে যাইতে কাজে কাজেই অচিরাৎ ধনরক্ষাকারী সিপাহীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও মহেন্দ্রের ন্যায় সিপাহীদিগকে পাশ দিলেন। তাহাদিগের বিশ্বাস হইল যে, এও আর একজন ডাকাত। অতএব সিপাহীরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকেও ধৃত করিল।

ভবানন্দ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন বাপু?"

সিপাহী বলিল, "তোম্ শালা ডাকু হো।"

এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দকেও বাঁধিয়া গাড়ির উপর তুলিয়া মহেন্দ্রের নিকট ফেলিল। ভবানন্দ চিনিলেন যে, মহেন্দ্র সিংহ।

তখন ভবানন্দ ধীরে ধীরে কেবল মহেন্দ্র মাত্র শুনিতে পায়, এরূপ স্বরে বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ, আমি তোমায় চিনি, তোমার সাহায্যের জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। কে আমি, তাহা এখন তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। আমি

যাহা বলি, সাবধানে তাহা কর; তোমার হাতের বাঁধনটা গাড়ির চাকার উপর রাখ।”

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে ভবানন্দের কথামত কাজ করিলেন। অন্ধকারে গাড়ির চাকার নিকট একটুখানি সরিয়া গিয়া হস্তবন্ধনরজ্জু চাকায় স্পর্শ করাইয়া রাখিলেন। চাকার ঘর্ষণে ক্রমে দড়িটা কাটিয়া গেল। তাহার পর পায়ের দড়ি ঐরূপ করিয়া কাটিলেন। ভবানন্দও সেইরূপ করিয়া বন্ধন ছিন্ন করিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধ।

যেখানে সেই জঙ্গলের কাছে রাজপথে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মচারী চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই পাহাড়ের নিকট সিপাহীরা পৌঁছিলে দেখিল যে, পাহাড়ের নীচে একটা ঢিপির উপর একটা মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া হাওলদার বলিল, “আরও এক শালা ঐ। উহাকে ধরিয়া আন। মোট বহিবে।” তখন একজন সিপাহী ধরিয়া তাহাকে হাওলদারের নিকট আনিল। হাওলদার বলিল, “উহার মাথায় মোট দেও।” সিপাহী তাহার মাথায় মোট দিল, সে মাথায় মোট লইল। তখন হাওলদার পিছন ফিরিয়া গাড়ির সঙ্গে চলিল। এই সময় হঠাৎ একটি পিস্তলের শব্দ হইল। হাওলদার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। “এই শালা হাওলদারকো মারা” বলিয়া একজন সিপাহী মুটিয়ার হাত ধরিল। সেই সময়ে “হরি! হরি! হরি!” শব্দ করিয়া দুইশত শস্ত্রধারী লোক আসিয়া সিপাহীদিগকে ঘিরিল।

সকলে দেখিল যে, এক ব্যক্তি গাড়ির উপরে দাঁড়াইয়া তরবারি-হস্তে "হরি হরি" শব্দ করিতেছে এবং "সিপাহী মার, সিপাহী মার" বলিতেছে। সে ভবানন্দ।

তেজস্বী দস্যুরা তাহাদিগের অনেককে হত ও আহত করিয়া গাড়ির নিকটে আসিয়া টাকার বাক্স সকল হস্তগত করিল। সিপাহীরা ভগ্নোৎসাহ ও পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল।

তখন যে ব্যক্তি ঢিপির উপর দাঁড়াইয়াছিল, এবং শেষে যুদ্ধের প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, সে ভবানন্দের নিকট আসিল। উভয়ে তখন আলিঙ্গন করিলে ভবানন্দ বলিলেন, "ভাই জীবানন্দ, সার্থক ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে।"

জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ! তোমার নাম সার্থক হউঁক।" অপহৃত ধন লইয়া যাইবার ব্যবস্থাকরণে জীবানন্দ নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত শীঘ্রই তিনি স্থানান্তরে গেলেন। ভবানন্দ একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মহেন্দ্র শকট হইতে নামিয়া এক জন সিপাহীর প্রহরণ কাড়িয়া লইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু এমন সময়ে তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল যে, ইহারা দস্যু, ধনাপহরণ জন্যই সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, দস্যুদের সহায়তা করিলে তাহাদিগের দুরাচারের ভাগী হইতে হইবে। তখন তিনি তরবারি ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ভবানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলেন। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কে?"

ভবানন্দ বলিলেন, "তোমার তাতে প্রয়োজন কি ?"

মহেন্দ্র। আমার কিছু প্রয়োজন আছে। আজ আপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

ভবা। সে বোধ যে তোমার আছে এমন বুঝিলাম না,—অস্ত্র হাতে করিয়া তফাৎ রহিলে—জমিদারের ছেলে দুধ-ঘির শ্রাদ্ধ করিতে মজবুত—কাজের বেলায় হনুমান।

মহেন্দ্র ঘৃণার সহিত বলিলেন, "এ যে কুকাজ—ডাকাতি।"

ভবানন্দ বলিলেন, "হউক ডাকাতি, আমরা তোমার কিছু উপকার করিয়াছি। আরও কিছু উপকার করিবার ইচ্ছা রাখি।"

মহেন্দ্র। তোমরা আমার কিছু উপকার করিয়াছ বটে কিন্তু আর কি উপকার করিবে ? আর ডাকাতের কাছে এত উপকৃত হওয়ার চেয়ে আমার অনুপকৃত থাকাই ভাল।

ভবা। উপকার গ্রহণ কর না কর, তোমারই ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আইস। তোমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।

মহেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "সে কি ?"

ভবানন্দ সে কথার উত্তর না করিয়া চলিলেন। অগত্যা মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন—মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এরা কি রকম দস্যু ?

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুই জনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিলেন। ভবানন্দ কথোপকথনে অনেক উদ্যম করিলেন,

কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিলেন না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন—

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা মাতা কে?" উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন—

"শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র বলিলেন, "এ তো দেশ, এ তো মা নয়।" ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণ-শীতলা, শস্যশ্যামলা—" তখন মহেন্দ্র বলিলেন, "তবে আবার গাও।"

ভবানন্দ আবার গায়িলেন—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে !
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ॥
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী-বিদ্যাদায়িনী,
নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্,

শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্ ॥"

মহেন্দ্র তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কারা?"

ভবানন্দ কহিলেন, "আমরা সন্তান; মায়ের সন্তান। তুমি সন্তান হইবে?"

মহে। আমার স্ত্রী-কন্যার সংবাদ না পাইলে আমি কিছু বলিতে পারি না।

ভবা। চল, তবে তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখিবে চল।

এই বলিয়া দুই জনে চলিলেন; ভবানন্দ আবার "বন্দে মাতরম্" গায়িতে লাগিলেন। মহেন্দ্রের গলা ভাল ছিল, সংগীতে একটু বিদ্যা ও অনুরাগ ছিল। সুতরাং সঙ্গে গায়িলেন—দেখিলেন যে, গায়িতে গায়িতে চক্ষে জল আইসে। তখন মহেন্দ্র বলিলেন,—"যদি স্ত্রী-কন্যা ত্যাগ না করিতে হয়, তবে এ ব্রত আমাকে গ্রহণ করাও।"

ভবা। যদি এ ব্রত গ্রহণ কর, তবে স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হইবে না। তাহাদিগের রক্ষা হেতু উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা যাইবে। কিন্তু ব্রতের সফলতা পর্যন্ত তাহাদিগের মুখদর্শন নিষেধ।

মহে। আমি এ ব্রত গ্রহণ করিব না।

৫

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সেই আনন্দময় প্রভাতে আনন্দময় কাননে "আনন্দমঠে" সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্মে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। কাছে বসিয়া জীবানন্দ। এমন সময় ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী বিনা বাক্যব্যয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন, পরে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন হইলে, ভবানন্দ জীবানন্দ উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পদধূলি গ্রহণপূর্বক বিনীত-ভাবে উপবেশন করিলেন। তখন সত্যানন্দ ভবানন্দকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানি না। তার পর উভয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিলে, ব্রহ্মচারী সকরুণ সহাস্যবদনে মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবা, তোমার দুঃখে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, কেবল এই দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী-কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কল্যাণীর রক্ষাবৃত্তান্ত বর্ণিত করিলেন। তার পর বলিলেন যে, "চল, তাহারা যেখানে আছে, তোমাকে সেখানে লইয়া যাই।"

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ

দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কৌস্তুভশোভিতহৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্তি। গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে; ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর—অতি ভীতস্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকল দেখিতে পাইতেছ?" মহেন্দ্র বলিলেন, "পাইতেছি।"

ব্রহ্ম। বিষ্ণুর কোলে কি আছে, দেখিয়াছ?

মহে। দেখিয়াছি। কে উনি?

ব্রহ্ম। মা।

মহে। মা কে?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমরা যাঁর সন্তান। বল—বন্দে মাতরম্। এখন চল, দেখিবে চল।"

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন, এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রীমূর্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

ব্রহ্ম। মা—যা ছিলেন। ইঁহাকে প্রণাম কর।

মহেন্দ্র ভক্তিভরে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, "এই পথে আইস।" ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখ, মা যা হইয়াছেন।"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিলেন, "কালী।"

ব্রহ্ম। কালী—কালিমাময়ী হৃতসর্বস্বা, আজ দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতে খেটক খর্পর কেন?"

ব্রহ্ম। আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র। বল—বন্দে মাতরম্।

"বন্দে মাতরম্" বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এই পথে আইস।" এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুড়ঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃ-সূর্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। দেখিলেন, এক মর্মরপ্রস্তরনির্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণ-কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণধারিণী শত্রু-বিমর্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ; এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।"

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে মহেন্দ্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার স্ত্রী-কন্যা কোথায়?"

ব্রহ্ম। যে পথে আসিলে, সে পথে মন্দিরের বাহিরে যাও। মন্দির-দ্বারে তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখিতে পাইবে।

মহেন্দ্র পূর্বপ্রদৃষ্ট পথে নির্গমন পূর্বক দেখিলেন, নাট্যমন্দিরে কল্যাণী কন্যা লইয়া বসিয়া আছেন।

এদিকে সত্যানন্দ অন্য সুড়ঙ্গ দিয়া অবতরণপূর্বক এক নিভৃত ভূগর্ভকক্ষায় নামিলেন। সেখানে জীবানন্দ ও ভবানন্দ বসিয়া টাকা গণিয়া থরে থরে সাজাইতেছেন। সত্যানন্দ সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "জীবানন্দ! মহেন্দ্র আসিলে সন্তানের বিশেষ উপকার আছে। কিন্তু যতদিন সে কায়মনোবাক্যে মাতৃভক্ত না হয়, ততদিন তাহাকে গ্রহণ করিও না। তোমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উহার অনুসরণ করিও, সময় দেখিলে উহাকে শ্রীবিষ্ণুমণ্ডপে উপস্থিত করিও; আর সময়ে হউক, অসময়ে হউক, উহাদিগকে রক্ষা করিও; কেন না, যেমন দুষ্টের শাসন সন্তানের ধর্ম, শিষ্টের রক্ষাও সেইরূপ ধর্ম।"

অনেক দুঃখের পর মহেন্দ্র আর কল্যাণীতে সাক্ষাৎ হইল। কল্যাণী বলিলেন, "বাড়িতে বিপদ বিবেচনা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, বাড়ির অপেক্ষা বাহিরে বিপদ অধিক। তবে চল বাড়িতেই ফিরিয়া যাই।" মহেন্দ্রের ইচ্ছা কল্যাণীকে গৃহে রাখিয়া কোন প্রকারে একজন অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, এই পবিত্র মাতৃসেবাব্রত গ্রহণ করেন। অতএব তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। তখন দুইজন কন্যা কোলে তুলিয়া পদচিহ্নাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পদচিহ্ন

কোন্ পথে যাইতে হইবে, সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যানীমধ্যে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সম্মুখে একজন বৈষ্ণববেশধারী অপরিচিত ব্রহ্মচারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছিলেন। বৈষ্ণব বলিলেন, "আমার সঙ্গে আইস, আমি পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি ?"

বৈষ্ণব বলিলেন, "আমার নাম ধীরানন্দ গোস্বামী।"

এই বলিয়া ধীরানন্দ আগে চলিলেন; মহেন্দ্র, কল্যাণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; ধীরানন্দ অতি দুর্গম পথ দিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়া একা বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আনন্দারণ্য হইতে তাঁহারা বাহিরে আসিলে কিছু দূরে সবৃক্ষ প্রান্তর এক দিকে রহিল। বনের ধারে ধারে রাজপথ, এই স্থানে অরণ্য মধ্যদিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী কলকল শব্দে বহিতেছে। কল্যাণী নদীতীরে এক বৃক্ষমূলে বসিলেন, স্বামীকে নিকটে বসিতে বলিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে আজি বিমর্ষ দেখিতেছি। বিপদ যাহা, তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছ—এখন এত বিষাদ কেন ?"

মহেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তোমাকে হারাইলে পর আমার যাহা ঘটিয়াছিল, শুন।" এই বলিয়া যাহা ঘটিয়াছিল, মহেন্দ্র তাহা সবিস্তারে বলিলেন।

কল্যাণী বলিলেন, "আমি কাল শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছিলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম আমি এক অপূর্ব স্থানে গিয়াছি। সেখানে যেন সকলের উপরে কে বসিয়া আছেন, অগ্নিময় বৃহৎ

কিরীট তাঁহার মাথায়। তাঁহার যেন চারি হাত। সেই চতুর্ভুজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক স্ত্রীমূর্তি, সেও জ্যোতির্ময়ী। সেই চতুর্ভুজ যেন আমাকে বলিলেন, "তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া আমার কাছে এস। এই তোমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে।" মহেন্দ্র বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত হইয়া নীরবে রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কল্যাণী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ?"

মহেন্দ্র। কি করিব, তাহাই ভাবি।

কল্যাণী। যেখানে দেবতা তোমাকে যাইতে বলেন, তুমি সেইখানেই যাও—আমাকেও দেবতা যেখানে যাইতে বলিয়াছেন, আমিও সেইখানে যাইব।

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "সে কোথা, কি প্রকারে যাইবে?" কল্যাণী বিষের কৌটা দেখাইলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি? বিষ খাইবে?"

কল্যাণী। খাইব মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু তোমাকে রাখিয়া—সুকুমারীকে রাখিয়া বৈকুণ্ঠেও আমার যাইতে ইচ্ছা করে না। আমি মরিব না।

এই বলিয়া কল্যাণী বিষের কৌটাটি মাটিতে রাখিলেন। কথায় কথায় উভয়েই অন্যমনস্ক হইলেন। এই অবকাশে মেয়েটি খেলা করিতে করিতে বিষের কৌটা তুলিয়া লইল। তারপর দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিল। সুতরাং কৌটাটি খুলিয়া গেল—বড়িটি পড়িয়া গেল। সুকুমারী বড়িটি মুখে পুরিল।

"কি খাইল! কি খাইল! সর্বনাশ!" কল্যাণী ইহা বলিয়া কন্যার মুখের ভিতর আঙ্গুল পুরিলেন। বড়ি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মেয়ে কাঁদিতে লাগিল।

মেয়ে যে দুই এক ঢোঁক গিলিয়াছিল, তাহার গুণে কিছু বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। তখন কল্যাণী স্বামীকে বলিলেন, "আর দেখ কি? যে পথে দেবতারা ডাকিয়াছেন, সেই পথে সুকুমারী চলিল—আমাকেও যাইতে হইবে।"

এই বলিয়া কল্যাণী বিষের বড়ি মুখে ফেলিয়া দিয়া মুহূর্তমধ্যে গিলিয়া ফেলিলেন। মহেন্দ্র রোদন করিয়া বলিলেন, "কি করিলে কল্যাণী, ও কি করিলে?" কল্যাণী বলিলেন, "দেখ দেবতার ইচ্ছা, কার সাধ্য লঙ্ঘন করে? আমি মরিয়া ভালই করিলাম। তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, কায়মনোবাক্যে তাহা সিদ্ধ কর, পুণ্য হইবে। আমার তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। দুই জন একত্র অনন্ত স্বর্গ ভোগ করিব।"

এদিকে বালিকাটি একবার দুধ তুলিয়া সামলাইল। তাহার পেটে বিষ যে অল্প পরিমাণ গিয়াছিল, তাহা মারাত্মক নহে। কিন্তু সে সময়ে সে দিকে মহেন্দ্রের মন ছিল না। তিনি কন্যাকে কল্যাণীর কোলে দিয়া উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন যেন অরণ্যমধ্য হইতে মৃদু অথচ মেঘগম্ভীর শব্দ শোনা গেল ;—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।"

কল্যাণীর তখন বিষ ধরিয়া আসিতেছিল, চেতনা কিছু অপহৃত হইতেছিল, তিনি মোহভরে ডাকিতে লাগিলেন ;—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে !"

ক্রমে ক্রমে কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইল, চক্ষু নিমীলিত হইল, অঙ্গ শীতল হইল। মহেন্দ্র বুঝিলেন যে, কল্যাণী "হরে মুরারে" ডাকিতে ডাকিতে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছেন। তখন পাগলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কানন বিকম্পিত করিয়া মহেন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে !"

সে সময় কে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সঙ্গে তেমনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে !"

তখন সেই অনন্তের মহিমায় সেই অরণ্যমধ্যে অনন্তপথ-গামিনীর শরীর-সম্মুখে দুইজনে অনন্তের নাম গীত করিতে লাগিলেন। পশুপক্ষী নীরব, পৃথিবী অপূর্ব শোভাময়ী—এই চরমগীতের উপযুক্ত মন্দির।

সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন।

৬

এ দিকে রাজধানীতে রাজপথে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রব উঠিল যে রাজসরকার হইতে কলিকাতায় যত খাজনা চালান যাইতেছিল, সন্ন্যাসীরা তাহা মারিয়া লইয়াছে। তখন রাজাজ্ঞানুসারে সন্ন্যাসী ধরিতে সিপাহী-বরকন্দাজ ছুটিতে লাগিল। বৃক্ষতলে নদীতীরে কল্যাণী পড়িয়া আছেন, মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুলোচনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, নজরদ্দী জমাদার সিপাহী লইয়া এমন সময়ে সেইখানে উপস্থিত। একেবারে সত্যানন্দের গলদেশে হস্তার্পণ পূর্বক বলিল, "এই শালা সন্ন্যাসী।"

আর একজন অমনি মহেন্দ্রকে ধরিল। কেন না, যে সন্ন্যাসীর সঙ্গী, অবশ্য সন্ন্যাসী হইবে। আর একজন শস্পোপরি লম্বমান কল্যাণীর মৃতদেহটাও ধরিতে যাইতেছিল; কিন্তু দেখিল যে, একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, সন্ন্যাসী না হইলেও হইতে পারে। আর ধরিল না। বালিকাকেও ঐরূপ বিবেচনায় ত্যাগ করিল। পরে তাহারা কোন কথাবার্তা না বলিয়া দুইজনকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কল্যাণীর মৃতদেহ আর তাহার বালিকা কন্যা বিনা রক্ষকে সেই বৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিল।

প্রথমে শোকে অভিভূত এবং ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া মহেন্দ্র বিচেতনপ্রায় ছিলেন। কি হইতেছিল কি হইল, বুঝিতে পারেন নাই, বন্ধনের প্রতি কোন আপত্তি করেন নাই, কিন্তু দুই চারি পদ গেলে বুঝিলেন যে, আমাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। কল্যাণীর শব পড়িয়া রহিল, সৎকার করা হইল না; শিশুকন্যা পড়িয়া রহিল; এইক্ষণে তাহাদিগকে হিংস্রজন্তু খাইতে পারে, এই কথা মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র মহেন্দ্র দুটি হাত পরস্পর হইতে বলে বিশ্লিষ্ট করিলেন, একটানে বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। সেই মুহূর্তে এক পদাঘাতে জমাদার সাহেবকে ভূমিশয্যা অবলম্বন করাইয়া সিপাহীকে আক্রমণ করিতেছিলেন, অপর তিন জন তাঁহাকে তিন দিক হইতে ধরিয়া পুনর্বার বিজিত ও নিশ্চেষ্ট করিল। তখন দুঃখে কাতর হইয়া মহেন্দ্র সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন যে, "আপনি একটু সহায়তা করিলেই এই পাঁচ জন দুরাত্মাকে বধ করিতে পারিতাম।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "আমার এই প্রাচীন শরীরে বল কি—আমি যাঁহাকে ডাকিতেছিলাম, তিনি ভিন্ন আমার আর বল নাই—তুমি যাহা অবশ্য ঘটিবে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। আমরা এই পাঁচজনকে পরাভূত করিতে পারিব না। চল, কোথায় লইয়া যায় দেখি। জগদীশ্বর সকল দিক্ রক্ষা করিবেন।"

তখন তাঁহারা দুইজনে আর কোন মুক্তির চেষ্টা না করিয়া সিপাহীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিছু দূর গিয়া সত্যানন্দ

সিপাহীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু! আমি হরিনাম করিয়া থাকি, হরিনাম করিবার কিছু বাধা আছে ?" সত্যানন্দকে ভালমানুষ বলিয়া জমাদারের বোধ হইয়াছিল। সে বলিল, "তুমি হরিনাম কর, তোমায় বারণ করিব না। তুমি বুড়া ব্রহ্মচারী, বোধ হয়, তোমার খালাসের হুকুমই হইবে, এই বদমাস ফাঁসি যাইবে।" তখন ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিলেন ;—

"ধীর সমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী।
মা কুরু ধনুর্ধর গমনবিলম্বনমতিবিধুরা সুকুমারী॥"

নগরে পৌঁছিলে তাঁহারা কোতোয়ালের নিকট নীত হইলেন। কোতোয়াল রাজসরকারে এত্তালা পাঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে সম্প্রতি ফাটকে রাখিলেন।

রাত্রি উপস্থিত। কারাগার মধ্যে বদ্ধ সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, "কাতর কেন বাপু? তুমি এই মহাব্রত গ্রহণ করিলে স্ত্রী-কন্যা তো অবশ্য ত্যাগ করিতে। আর তো কোন সম্বন্ধ থাকিত না।"

মহে। ত্যাগ এক, যমদণ্ড আর। আর যে শক্তিতে আমি এ ব্রত গ্রহণ করিতাম সে শক্তি আমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে গিয়াছে।

সত্য। শক্তি হইবে। আমি শক্তি দিব। মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, মহাব্রত গ্রহণ কর।

মহেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমার স্ত্রী-কন্যাকে শৃগালে-কুকুরে খাইতেছে—আমাকে কোন ব্রতের কথা বলিবেন না।"

সত্য। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। সন্তানগণ তোমার স্ত্রীর

সৎকার করিয়াছে—কন্যাকে লইয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছে। আমরা মহাব্রতে দীক্ষিত। দেবতা আমাদিগের প্রতি দয়া করেন। আজি রাত্রেই তুমি এ সংবাদ পাইবে, আজি রাত্রেই তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইবে।

এই কথা বলিতে বলিতে কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এক ব্যক্তি ঘরের ভিতর আসিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ কাহার নাম?"

মহেন্দ্র বলিলেন, "আমার নাম।"

আগন্তুক বলিলেন, "তোমার খালাসের হুকুম হইয়াছে।"

মহেন্দ্র প্রথমে বিস্মিত হইলেন—পরে মনে করিলেন, মিথ্যা কথা। পরীক্ষার্থ বাহির হইলেন—কেহ তাঁহার গতিরোধ করিল না। মহেন্দ্র রাজপথ পর্যন্ত চলিয়া গেলেন।

এই অবসরে আগন্তুক সত্যানন্দকে বলিলেন, "মহারাজ! আপনিও কেন যান না? আমি আপনার জন্য আসিয়াছি।"

সত্য। তুমি কে? ধীরানন্দ গোঁসাই?

ধীরা। আজ্ঞে হাঁ।

সত্য। প্রহরী হইলে কি প্রকারে?

ধীরা। ভবানন্দ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি নগরে আসিয়া, আপনারা এই কারাগারে আছেন শুনিয়া এখানে কিছু ধুতুরা-মিশান সিদ্ধি আনিয়াছিলাম। যে খাঁ সাহেব পাহারায় ছিলেন, তিনি তাহা সেবন করিয়া ভূমিশয্যায় নিদ্রিত আছেন, এই জামাজোড়া, পাগড়ি, বর্শা যাহা আমি পরিয়া আছি সে তাঁহারই।

সত্য। তুমি ইহা পরিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া যাও; আমি এরূপে যাইব না।

ধীরা। কেন—সে কি?

সত্য। আজ সন্তানের পরীক্ষা।

মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরিলে যে?"

মহেন্দ্র। আপনি নিশ্চিত সিদ্ধপুরুষ, আমি আপনার সঙ্গ ছাড়িয়া যাইব না।

সত্য। তবে থাক, উভয়েই আজ রাত্রে অন্য প্রকারে মুক্ত হইব।

৭

ব্রহ্মচারীর গান অনেকে শুনিয়াছিল। অন্যান্য লোকের মধ্যে জীবানন্দের কানে সে গান গেল।

জীবানন্দ মহাপ্রভু সত্যানন্দের সংকেত সকল বুঝিলেন।

"ধীরসমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী।"

নদীর ধারে আবার কোন মাগী না খেয়ে পড়িয়া আছে না কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া জীবানন্দ নদীর ধারে ধারে চলিলেন। জীবানন্দ দেখিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মচারী স্বয়ং মুসলমান কর্তৃক নীত হইতেছেন। এস্থলে ব্রহ্মচারীর উদ্ধারই তাঁহার প্রথম কাজ। কিন্তু জীবানন্দ ভাবিলেন, "এ সংকেতের সে অর্থ নয়। তাঁহার জীবনরক্ষার অপেক্ষাও তাঁহার আজ্ঞাপালন বড়! অতএব তাঁহার আজ্ঞাপালনই করিব।"

নদীর ধারে ধারে জীবানন্দ চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই বৃক্ষতলে নদীতীরে দেখিলেন যে, এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ আর এক জীবিতা শিশুকন্যা। মাতা মৃতা, কন্যাটি জীবিতা। আগে ইহার রক্ষা বিধান করা চাই। এই ভাবিয়া জীবানন্দ বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সেই নিবিড় জঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল পার হইয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামখানির

নাম ভৈরবীপুর। লোকে বলিত ভরুইপুর। গ্রামখানি বড় সুন্দর। কোমল তৃণাবৃত গোচরণভূমি ; কোমল শ্যামল পল্লবযুক্ত আম, কাঁটাল, জাম, তালের বাগান ; মাঝে নীল-জল-পরিপূর্ণ স্বচ্ছ দীঘিকা। গৃহে গৃহে প্রাঙ্গণে গাভী, গৃহের মধ্যে মরাই, কিন্তু আজকাল দুর্ভিক্ষে ধান নাই—কাহার চালে একটি ময়নার পিঁজরা, কাহারও দেওয়ালে আলিপনা— কাহারও উঠানে শাকের ভূমি। সকলেই দুর্ভিক্ষে পীড়িত, কৃশ, শীর্ণ, সন্তাপিত। তথাপি এই গ্রামের লোকের একটু শ্রীছাঁদ আছে—জঙ্গলে অনেক রকম মনুষ্যখাদ্য জন্মে, এজন্য জঙ্গল হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া সেই গ্রামবাসীরা প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

একটি বৃহৎ আম্রকাননের মধ্যে একটি ছোট বাড়ি, চারিদিকে মাটির প্রাচীর, চারিদিকে চারিখানি ঘর। গৃহস্থের গোরু আছে, ছাগল আছে, একটা ময়ূর আছে, একটা ময়না আছে, একটা টিয়া আছে। একটা ঢেঁকি আছে, বাহিরে খামার আছে, উঠানে নেবুগাছ আছে, গোটাকতক মল্লিকা যুঁইয়ের গাছ আছে—কিন্তু এবার তাতে ফুল নাই। সব ঘরের দাওয়ায় একটা একটা চরকা আছে ; কিন্তু বাড়িতে বড় লোক নাই। জীবানন্দ মেয়ে কোলে করিয়া সেই বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন ঘরের ভিতর হইতে একটি সতের কি আঠার বৎসরের মেয়ে বাহির হইল। বলিল, "এ কি এ ? দাদা, মেয়ে কোথায় পেলে ? তোমার মেয়ে হয়েছে নাকি ?"

জীবানন্দ মেয়েটি আনিয়া সেই যুবতীর কোলে দিয়া বলিলেন, "বাঁদরী, আমার আবার মেয়ে? আমাকে কি হেঁজিপেঁজী পেলি নাকি? ঘরে দুধ আছে?"

তখন সে যুবতী বলিল, "দুধ আছে বৈ কি, খাবে?"

জীবা। ঐ মেয়েটি খাবে দেখছিস্‌নে!

নিমি তখন আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া, মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সহসা তাহার চক্ষু হইতে ফোঁটাকতক জল পড়িল। তাহার একটি ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছে, তাহারই ঐ ঝিনুক ছিল। নিমি তখনই হাত দিয়া জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ দাদা, কার মেয়ে দাদা? আমায় মেয়েটি দেবে?"

জীবানন্দ বলিলেন, "তুই নিয়ে কি করবি? তোর কত ছেলে-মেয়ে হবে।"

নিমি। তা হয় হবে, এখন এ মেয়েটিকে দাও, এর পর না হয় নিয়ে যেও।

জীবা। তা নে, নিয়ে মরগে যা। আমি এসে মধ্যে মধ্যে দেখে যাব। আমি চললুম এখন—

নিমি। সে কি দাদা, খাবে না? বেলা হয়েছে যে, আমার মাথা খাও, দুটি খেয়ে যাও।

নিমি পিঁড়ি পাতিয়া জলছড়া দিয়া জায়গা মুছিয়া মল্লিকা-ফুলের মত পরিষ্কার অন্ন, কাঁচা কলাইয়ের দাল, জঙ্গুলে ডুমুরের

ডালনা, পুকুরের রুই মাছের ঝোল এবং দুগ্ধ আনিয়া জীবানন্দকে খাইতে দিল।

খাইতে বসিয়া জীবানন্দ বলিলেন, "নিমাই দিদি, কে বলে মন্বন্তর? তোদের গাঁয়ে বুঝি মন্বন্তর আসে নি?"

নিমি বলিল, "মন্বন্তর আসবে না কেন, বড় মন্বন্তর। তা আমরা দুটি মানুষ, ঘরে যা আছে, লোককে দিই, থুই ও আপনারা খাই। আমাদের গাঁয়ে বৃষ্টি হইয়াছিল, মনে নাই—তুমি যে সেই বলিয়া গেলে বনে বৃষ্টি হয়, তা আমাদের গাঁয়ে কিছু কিছু ধান হয়েছিল—আর সবাই শহরে বেচে এলো—আমরা বেচি নাই।"

জীবানন্দ বলিলেন, "বোনাই কোথায়?"

নিমি ঘাড় হেঁট করিয়া চুপি চুপি বলিল, "সের দুই-তিন চাল লইয়া কোথায় বেরিয়েছেন। কে নাকি চাল চেয়েছে।"

এখন জীবানন্দের অদৃষ্টে এরূপ আহার অনেক কাল হয় নাই। জীবানন্দ আর বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া গব্‌-গব্‌ টপ-টপ্‌ সপ-সপ্‌ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যে অন্নব্যঞ্জনাদি শেষ করিলেন। এখন শ্রীমতী নিমাইমণি শুধু আপনার ও স্বামীর জন্য রাঁধিয়াছিলেন, আপনার ভাতগুলি দাদাকে দিয়াছিলেন, পাথর শূন্য দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া স্বামীর অন্নব্যঞ্জনগুলি আনিয়া ঢালিয়া দিলেন। জীবানন্দ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে সকলই উদর নামক বৃহৎ গর্তে প্রেরণ করিলেন; তখন নিমাইমণি বলিল, "দাদা, আর কিছু খাবে?"

জীবানন্দ বলিলেন, "আর কি আছে ?" নিমাইমণি বলিল, "একটি পাকা কাঁটাল আছে।"

নিমাই সে পাকা কাঁটাল আনিয়া দিল—বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া জীবানন্দ গোস্বামী কাঁটালটিকেও সেই ধ্বংসপুরে পাঠাইলেন। তখন নিমাই হাসিয়া বলিল, "দাদা, আর কিছু নাই।"

দাদা বলিলেন, "তবে যা আর এক দিন আসিয়া খাইব।"

অগত্যা নিমাই জীবানন্দকে আঁচাইবার জল দিল। জল দিতে দিতে নিমাই বলিল, "দাদা! আমার একটি কথা রাখিবে কি ?"

জীবা। কি ?

নিমা। কথা রাখিবে ?

জীবা। কি আগে বল না।

নিমা। একবার বৌকে ডাকবো ?

জীবানন্দ আঁচাইবার গাড়ু তুলিয়া নিমির মাথায় মারিতে উদ্যত; বলিলেন, "আমার মেয়ে ফিরিয়ে দে, আর আমি একদিন তোর চাল, দাল ফিরিয়ে দিয়া যাইব। তুই বাঁদরী, তুই পোড়ারমুখী তুই যা না বলবার, তাই আমাকে বলিস। আমি চললুম।" এই বলিয়া জীবানন্দ হন্‌-হন্‌ করিয়া বাহির হইয়া যায়, নিমাই গিয়া দ্বারে দাঁড়াইল; দ্বারের কপাট রুদ্ধ করিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল, "আগে আমায় মেরে ফেল, তবে তুমি যাও। বৌয়ের সঙ্গে না দেখা করে তুমি যেতে পারবে না।"

জীবানন্দ বলিলেন, "আমি কত লোক মারিয়া ফেলিয়াছি, তা তুই জানিস ?"

এইবার নিমি রাগ করিল, বলিল, "বড় কীর্তিই করেছ—স্ত্রী ত্যাগ করবে, লোক মারবে, আমি তোমায় ভয় করব! তুমিও যে বাপের সন্তান, আমিও সেই বাপের সন্তান—লোক মারা যদি বড়াইয়ের কথা হয়, আমায় মেরে বড়াই কর।"

জীবানন্দ হাসিলেন, বলিলেন, "ডেকে নিয়ে আয়—কোন্ পাপিষ্ঠাকে ডেকে নিয়ে আসবি, নিয়ে আয়।"

হাসিতে হাসিতে নিমি বাহির হইয়া গেল। নিকটবর্তী এক পর্ণকুটীরে শতগ্রন্থিযুক্ত-বসনপরিধানা রুক্ষকেশা এক স্ত্রীলোক বসিয়া চরকা কটিতেছিল। নিমাই গিয়া বলিল, "বৌ, শিগ্‌গির।" বৌ বলিল, "শিগ্‌গির কি লো ?"

নিমাই তাহাকে এক কিল মারিল বলিল, "তোর সেই ঢাকাই শাড়ি কোথায় আছে, বল্।" সে স্ত্রীলোক কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি লো তুই কি ক্ষেপেছিস না কি ?" নিমাই দুম করিয়া তাহার পিঠে এক কিল মারিল, বলিল, "শাড়ি বের কর্।"

রঙ্গ দেখিবার জন্য সে স্ত্রীলোক ঢাকাই শাড়িখানি বাহির করিয়া দিল। বলিল, "কি লো নিমি, কি হইবে ?" নিমাই বলিল, "তুই পরবি।" সে বলিল, "আমি পরিলে কি হইবে ?" তখন নিমাই তাহার কমনীয় কণ্ঠে আপনার কমনীয় বাহু বেষ্টন করিয়া বলিল, "দাদা এসেছে, তোকে যেতে বলেছে।" সে বলিল, "আমায় যেতে বলেছেন তো ঢাকাই শাড়ি কেন ? চল্,

এই ন্যাকড়া পরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি!" অগত্যা নিমাই রাজি হইল।

সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের অপেক্ষা অধিক বয়স্কা বলিয়া বোধ হয় না। মলিন গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বোধ হইল যেন গৃহ আলো হইল। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিল, গৃহপ্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষ আছে, আম্রের কাণ্ডে মাথা রাখিয়া জীবানন্দ কাঁদিতেছেন। সেই রূপসী তাঁহার নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। বলিল "ছি, কাঁদিও না, আমার জন্য তুমি কাঁদিও না— তুমি যে প্রকারে আমাকে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।"

জীবানন্দ তাহার (শান্তির) কাঁধে মাথা রাখিয়া, অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেষে বলিলেন, "কেন দেখা করিলাম?"

শান্তি। কেন করিলে—তোমার তো ব্রতভঙ্গ করিলে?

জীবা। ব্রতভঙ্গ হউক—প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাহার জন্য ভাবি না; কিন্তু তোমায় দেখিয়া তো আর ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। আমি এই জন্য নিমাইকে বলিয়াছিলাম যে, দেখায় কাজ নাই, তোমায় দেখিলে আমি ফিরিতে পারি না। পৃথিবী সন্তানদের আয়ত্ত, হইবে কি না, জানি না। কিন্তু তুমি আমার আয়ত্ত, তুমি পৃথিবী অপেক্ষা বড়, তুমি আমার স্বর্গ। চল গৃহে যাই—আমি আর ফিরিব না।

শান্তি কিছু কাল কথা কহিতে পারিল না—তার পর বলিল, "ছিঃ, তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীরপত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভালবাসিও না—সে সুখ আমি চাহি না। কিন্তু তুমি তোমার বীরধর্ম কখনও ত্যাগ করিও না। এ ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত কি, তা আমি জানি। এক অপরাধে যে প্রায়শ্চিত্ত—শত অপরাধেও কি তাই?"

জীবানন্দ বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কথা কেন?"

শান্তি। এক ভিক্ষা আছে। আমার সহিত আবার দেখা না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিও না।

জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিলেন, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিব না। তত তাড়াতাড়ি নাই। আর আমি এখানে থাকিব না, কিন্তু চোখ ভরিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, এক দিন অবশ্য সে দেখা দেখিব, একদিন অবশ্য আমাদের মনস্কামনা সফল হইবে। আমি এখন চলিলাম, তুমি আমার এক অনুরোধ রক্ষা করিও। এ বেশভূষা ত্যাগ কর। আমার পৈতৃক ভিটায় গিয়া বাস কর।"

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোথায় যাইবে?"

জীবা। এখন মঠে ব্রহ্মচারীর অনুসন্ধানে যাইব। তিনি যে ভাবে নগরে গিয়াছেন, তাহাতে কিছু চিন্তাযুক্ত হইয়াছি, দেউলে তাঁহার সন্ধান না পাই, নগরে যাইব।

৮

ভবানন্দ মঠের ভিতর বসিয়া হরিগুণ গান করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিষণ্নমুখে জ্ঞানানন্দনামা একজন তেজস্বী সন্তান তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবানন্দ বলিলেন, "গোঁসাই, মুখ অত ভারি কেন ?"

জ্ঞানানন্দ বলিলেন, "কিছু গোলযোগ বোধ হইতেছে। সত্যানন্দ প্রভু একা নগরাভিমুখে গিয়াছেন। কি জানি যদি তিনি মুসলমানের হাতে পড়েন।"

ভবানন্দ বলিলেন, "তাঁহাকে আটক রাখে, এমন মুসলমান বাঙ্গালায় নাই। ধীরানন্দ তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছেন জানি। তথাপি আমি একবার নগর বেড়াইয়া আসি, তুমি মঠ রক্ষা করিও।"

এই বলিয়া ভবানন্দ এক নিভৃত কক্ষে গিয়া একটা বড় সিন্দুক হইতে কতকগুলি বস্ত্র বাহির করিলেন। সহসা ভবানন্দের রূপান্তর হইল, তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া মোগলজাতীয় যুবা পুরুষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভবানন্দ এইরূপে মোগল সাজিয়া সশস্ত্র হইয়া মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেখান হইতে ক্রোশেক দূরে মঠবাসীদিগের

অশ্বশালা। ভবানন্দ তাহার মধ্য হইতে একটি অশ্ব উন্মোচন করিয়া তৎপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার গতিরোধ হইল। সেই পথিপার্শ্বে তরঙ্গিণীর কূলে দীপ্ত স্ত্রীমূর্তি শয়ান দেখিলেন। দেখিলেন, জীবনলক্ষণ কিছুই নাই—শূন্য বিষের কৌটা পড়িয়া আছে। কৌটা দেখিয়া বুঝিলেন, কোন স্ত্রীলোক বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ভবানন্দ সেই শবের মাথায়, বগলে, হাতে, পায়ে হাত দিয়া অনেক প্রকার পরীক্ষা করিলেন। তখন মনে মনে বলিলেন, "এখনও সময় আছে।" ভবানন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষের কতকগুলি পাতা লইয়া আসিলেন। পাতাগুলি হাতে পিষিয়া রস করিয়া সেই রস শবের ওষ্ঠ-দন্ত ভেদ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা কিছু মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। পরে নাসিকায় কিছু কিছু রস দিলেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে লাগিলেন। শেষে অল্পে অল্পে কল্যাণী চক্ষুরুন্মীলন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া ভবানন্দ সেই অর্ধজীবিত দেহ অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া নগরে গেলেন।

৯

সন্ধ্যা না হইতেই সন্তান-সম্প্রদায় সকলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী আর মহেন্দ্র দুই জনে বন্দী হইয়া নগরের কারাগারে আবদ্ধ আছেন। তখন একে একে, দুয়ে দুয়ে, দশে দশে, শতে শতে, সন্তান-সম্প্রদায় আসিয়া সেই দেবালয়বেষ্টনকারী অরণ্য পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। সকলেই সশস্ত্র। নয়নে রোষাগ্নি, মুখে দম্ভ, অধরে প্রতিজ্ঞা।

তখন মঠের দ্বারে দাঁড়াইয়া তরবারি-হস্তে জ্ঞানানন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি যে, এই বাবুয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিব। ভাই, আজ সেই দিন আসিয়াছে। আমাদের গুরুর গুরু পরমগুরু, যিনি অনন্তজ্ঞানময়, সর্বদা শুদ্ধাচারী, যিনি লোকহিতৈষী, যিনি সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রচার জন্য শরীরপাতন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, —তিনি আজ কারাগারে বন্দী। আমাদের তরবারিতে কি ধার নাই? এ বাহুতে কি বল নাই? এ হৃদয়ে কি সাহস নাই? বল,—হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" বলিয়া কানন হইতে শ্রেণীবদ্ধ সন্তানের দল নির্গত হইতে লাগিল। ধীরগম্ভীর পদবিক্ষেপে মুখে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে তাহারা সেই অন্ধকার রাত্রে নগর অভিমুখে চলিল।

অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত দেখিয়া নাগরিকেরা কে কোথায় পালাইল, তাহার ঠিকানা নাই। নগররক্ষকেরা হতবুদ্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

এদিকে সন্তানেরা প্রথমেই রাজকারাগারে গিয়া কারাগার ভাঙ্গিয়া, রক্ষিবর্গকে মারিয়া ফেলিল এবং সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া মস্তকে তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল।

সন্তানদিগের এই সকল দৌরাত্ম্যের সংবাদ পাইয়া দেশের কর্তৃপক্ষগণ তাহাদিগের দমনার্থে এক দল পরগনা-সিপাহী পাঠাইলেন। তাহাদের কেবল বন্দুক ছিল, এমন নহে, একটা কামানও ছিল। সন্তানেরা তাহাদের আগমন-সংবাদ পাইয়া আনন্দকানন হইতে নির্গত হইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। কিন্তু লাঠি, সড়কি, বা বিশ পঁচিশটা বন্দুক কামানের কাছে কি করিবে? সন্তানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

(শান্তির অল্প বয়সে অতি শৈশবে মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। যে সকল উপাদানে শান্তির চরিত্র গঠিত, ইহা তাহার মধ্যে একটি প্রধান। তাহার পিতা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গৃহে অন্য স্ত্রীলোক কেহ ছিল না।

কাজেই শান্তির পিতা যখন টোলে ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, শান্তি গিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিত।

এইরূপে শৈশবে নিয়ত পুরুষসাহচর্যের প্রথম ফল এই হইল যে, শান্তি মেয়ের মত কাপড় পরিতে শিখিল না। ছেলের মত কোঁচা করিয়া কাপড় পরিতে আরম্ভ করিল। কখনও খোঁপা বাঁধিত না। চুলগুলি কুণ্ডলী করিয়া শান্তির পিঠে, কাঁধে, বাহুতে ও গালের উপর দুলিত। ছাত্রেরা ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত; শান্তিও ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত; যজ্ঞোপবীত গলায় দিতে পাইত না বলিয়া শান্তি বড় কাঁদিত। কিন্তু সন্ধ্যাহ্নিকের সময় ছাত্রদের কাছে বসিয়া তাহাদের অনুকরণ করিতে ছাড়িত না।

দ্বিতীয় ফল এই হইল যে, শান্তি একটু বড় হইলেই ছাত্রেরা যাহা পড়িত, শান্তিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিখিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া শুনিয়া শান্তির পিতা যন্তবিষ্যতি তন্তবিষ্যতি বলিয়া শান্তিকে মুগ্ধবোধ আরম্ভ করাইলেন। শান্তি বড় শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিল। ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা সাহিত্য পড়াইলেন। তারপর সব গোলমাল হইয়া গেল। পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

তখন শান্তি নিরাশ্রয়। টোল উঠিয়া গেল। ছাত্রেরা চলিয়া গেল। কিন্তু শান্তিকে তাহারা ভালবাসিত—শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না, একজন তাহাকে দয়া করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেল। ইনিই পশ্চাৎ সন্তান-সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে জীবানন্দই বলিতে থাকিব। জীবানন্দ তাহাকে বিবাহ করিলেন।

বিবাহের পর সকলেই অনুতাপ করিতে লাগিলেন। শান্তি কিছুতেই মেয়ের মত কাপড় পরিল না। কিছুতেই চুল বাঁধিল না। সে বাটীর ভিতর থাকিত না। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া খেলা করিত। শ্বশুর-শাশুড়ী প্রথমে নিষেধ, পরে ভর্ৎসনা, পরে প্রহার করিয়া শেষে ঘরে শিকল দিয়া শান্তিকে কয়েদ রাখিতে আরম্ভ করিল। পীড়াপীড়িতে শান্তি বড় জ্বালাতন হইল। একদিন দ্বার খোলা পাইয়া শান্তি কাহাকেও না বলিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

জঙ্গলের ভিতর বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া কাপড় ছোবাইয়া শান্তি বাচ্ছা সন্ন্যাসী সাজিল। তখন বাঙ্গালা জুড়িয়া দলে দলে সন্ন্যাসী ফিরিত। শান্তি ভিক্ষা করিয়া খাইয়া জগন্নাথক্ষেত্রের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। অল্পকালেই সেই পথে এক দল সন্ন্যাসী দেখা দিল। শান্তি তাহাদের সঙ্গে মিশিল।

তখন সন্ন্যাসীরা এখনকার সন্ন্যাসীদের মত ছিল না। তাহারা দলবদ্ধ. সুশিক্ষিত, বলিষ্ঠ, যুদ্ধবিশারদ এবং অন্যান্য গুণে গুণবান্ ছিল। তাহারা সচরাচর এক প্রকার রাজবিদ্রোহী—রাজার রাজস্ব লুটিয়া খাইত। বলিষ্ঠ বালক পাইলেই তাহারা অপহরণ করিত, তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া আপনাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিত।

শান্তি বালক সন্ন্যাসিবেশে ইহাদের এক সম্প্রদায়-মধ্যে মিশিল। শান্তি তাহাদিগের দলে থাকিয়া ব্যায়াম করিত, অস্ত্রশিক্ষা করিত। এইরূপে সে পরিশ্রম-সহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া অনেক দেশ-বিদেশ পর্যটন করিল, অনেক লড়াই দেখিল এবং অস্ত্রবিদ্যা শিখিল।

একদিন শান্তি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। শান্তি ভয়শূন্যা। একাই স্বদেশের সন্ধানে যাত্রা করিল। সাহসের ও বাহুবলের প্রভাবে নির্বিঘ্নে চলিল। ভিক্ষা করিয়া অথবা বন্য ফলের দ্বারা উদর পোষণ করিতে করিতে এবং অনেক মারামারিতে জয়ী হইয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, শ্বশুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; কিন্তু

শাশুড়ী তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন না—জাতি যাইবে। শান্তি বাহির হইয়া গেল।

জীবানন্দ বাড়ী ছিলেন। তিনি শান্তির অনুবর্ত্তী হইলেন, পথে শান্তিকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন আমার গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? এতদিন কোথায় ছিলে?" শান্তি সকল সত্য বলিল। জীবানন্দ সত্যমিথ্যা চিনিতে পারিতেন। জীবানন্দ শান্তির কথায় বিশ্বাস করিলেন।

জীবানন্দ বলিলেন, "আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ তুমি দাঁড়াইয়া থাক।"

মাকে বুঝাইয়া জীবানন্দ মার কাছে বিদায় লইয়া আসিলেন। ভৈরবপুরে সম্প্রতি তাঁহার ভগিনী নিমাইয়ের বিবাহ হইয়াছিল, জীবানন্দ শান্তিকে লইয়া সেখানে গেলেন। ভগিনীপতি একটু ভূমি দিল। জীবানন্দ তাহার উপর এক কুটির নির্ম্মাণ করিলেন; তিনি শান্তিকে লইয়া সেইখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা সে সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। জীবানন্দ সত্যানন্দের হাতে পড়িয়া সন্তানধর্ম গ্রহণপূর্বক শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পরিত্যাগের পর তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ নিমাইয়ের কৌশলে ঘটিল।

জীবানন্দ চলিয়া গেলে পর শান্তি নিমাইয়ের দাওয়ার উপর গিয়া বসিল; অনেকক্ষণ ধরিয়া নিমাইয়ের সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন করিল। পরে নিমাইয়ের স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসিল দেখিয়া শান্তি উঠিয়া আপনার কুটিরে গেল। কুটিরে

গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উনানের ভিতর হইতে কতকগুলি ছাই বাহির করিয়া তুলিয়া রাখিল। তারপর তাহার যে ঢাকাই শাড়ির উপর নিমাইমণির চোট, তাহা বাহির করিয়া গেরিমাটিতে তাহা বেশ করিয়া রঙ করিল। সন্ধ্যা হইলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শান্তি মাথার রুক্ষ কেশদামের কিয়দংশ কাঁচি দিয়া কাটিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিল। অবশিষ্ট যাহা মাথায় রহিল, তাহা বিনাইয়া জটা তৈয়ারী করিল। তারপর সেই গৈরিক বসনখানি পরিধান করিল। তারপর ঘরের ভিতর হইতে এক বৃহৎ হরিণচর্ম বাহির করিয়া কণ্ঠের উপর গ্রন্থি দিয়া কণ্ঠ হইতে জানু পর্যন্ত শরীর আবৃত করিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে শান্তি সেই সন্ন্যাসিবেশে দ্বারোদ্ঘাটনপূর্বক অন্ধকারে একাকিনী গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

২

পরদিন আনন্দমঠের ভিতর নিভৃত কক্ষে বসিয়া ভগ্নোৎসাহ সন্তাননায়ক তিন জন কথোপকথন করিতেছিলেন। জীবানন্দ সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! দেবতা আমাদিগের প্রতি অপ্রসন্ন কেন?"

সত্যানন্দ বলিলেন, "দেবতা অপ্রসন্ন নহেন, যুদ্ধে জয়-পরাজয় উভয় আছে, সেদিন আমরা জয়ী হইয়াছিলাম, আজ পরাভূত হইয়াছি, শেষ জয়ই জয়। আমরা যে পরাভূত হইলাম, তাহার কারণ এই যে, আমরা নিরস্ত্র। গোলাগুলি-বন্দুক-কামানের কাছে লাঠি-সোটা-বল্লমে কি হইবে? এক্ষণে আমাদের কর্তব্য যাহাতে আমাদিগেরও ঐ অস্ত্রের অপ্রতুল না হয়।"

জীব। কি প্রকারে তাহার সংগ্রহ করিব, আজ্ঞা করুন।

সত্যানন্দ বলিলেন, কারিগর সংগ্রহ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র নির্মণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বহুদিন হইতে তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। ঈশ্বর এখন সে সুযোগ দিয়াছেন। ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, কারখানা কোথায় স্থাপিত হইবে? সত্যানন্দ বলিলেন,—পদচিহ্নে!

ভব। মহেন্দ্র কি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন ?

সত্য। ব্রত গ্রহণ করে নাই, করিবে। আজ রাত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিব।

জীব। তাহার স্ত্রী-কন্যার কি অবস্থা হইয়াছে, কোথায় তাহাদিগকে রাখিল ? আমি আজ একটি কন্যা নদীতীরে পাইয়া আমার ভগিনীর নিকট রাখিয়া আসিয়াছি। সেই কন্যার নিকট একটি সুন্দর স্ত্রীলোক মরিয়া পড়িয়া ছিল। সে ত মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা নয় ?

সত্য। সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা।

ভবানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন যে, যে স্ত্রীলোককে তিনি ঔষধবলে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণী।

সত্য। আমি সায়ংকৃত্যাদি সমাপনে চলিলাম। তৎপরে নূতন সন্তানদিগকে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ভব। সন্তানদিগকে ? কেন, মহেন্দ্র ব্যতীত আর কেহ আপনার নিজ শিষ্য হইবার স্পর্দ্ধা রাখে কি ?

সত্য। হাঁ, আর একটি নূতন লোক। আজি নূতন আমার কাছে আসিয়াছে। সে অতি তরুণবয়স্ক যুবা পুরুষ।

৩

সায়াহ্নকৃত্য-সমাপনান্তে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, "তোমার কন্যা জীবিত আছে।"

মহে। কোথায় মহারাজ?

সত্য। তা শুনিবার আগে, একটা কথার স্বরূপ উত্তর দাও। তুমি সন্তানধর্ম গ্রহণ করিবে?

মহে। তাহা নিশ্চিত মনে মনে স্থির করিয়াছি।

সত্য। যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজনবর্গ কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে নাই। সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্বত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেহ এ কাজের উপযুক্ত নহে।

সত্যানন্দ কথাবার্তা সমাপনান্তে মহেন্দ্রের সহিত সেই মঠস্থ দেবালয়াভ্যন্তরে, যেখানে সেই অপূর্ব চতুর্ভুজমূর্তি বিরাজিত, তথায় প্রবেশ করিলেন।

মন্দিরে আর এক জন উপবেশন করিয়া মৃদু মৃদু "হরে মুরারে" শব্দ করিতেছিল। সত্যানন্দ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দীক্ষিত হইবে?"

সে বলিল, "আমাকে দয়া করুন।"

তখন তাহাকে ও মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা এই ভগবৎসাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর, সন্তানধর্ম্মের নিয়ম সকল পালন করিবে?"

উভয়ে। করিব।

সত্য। যত দিন না মাতার উদ্ধার হয়, তত দিন গৃহধর্ম পরিত্যাগ করিবে?

উভয়ে। করিব।

সত্য। পিতা-মাতা ত্যাগ করিবে?

উভ। করিব।

সত্য। ভ্রাতা-ভগিনী?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। দারা-সুত?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। আত্মীয়-স্বজন? দাস-দাসী?

উভ। সকলই ত্যাগ করিলাম।

সত্য। ধন—সম্পদ্—ভোগ?

উভ। সকলই পরিত্যাজ্য হইল।

সত্য। ভগবৎসাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর, আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জন করিবে না। যাহা উপার্জন করিবে, তাহা বৈষ্ণবধনাগারে দিবে?

উভ। দিব।

সত্য। সনাতন ধর্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে?

উভ। করিব।

সত্য। রণে কখনও ভঙ্গ দিবে না?

উভ। না।

সত্য। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়?

উভ। জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

সত্য। আর এক কথা—জাতি। তোমরা জাতিত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কি বল?

উভ। আমরা সে বিচার করিব না, আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্য। তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারি স্বয়ং ইহার সাক্ষী। তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করিয়া অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন।

উভ। তথাস্তু।

সত্য। তোমরা গাও, "বন্দে মাতরম্।"

৪

দীক্ষা সমাপনান্তে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, "দেখ বৎস! তুমি যে এই মহাব্রত গ্রহণ করিলে, ইহাতে ভগবান্ আমাদের প্রতি অনুকূল বিবেচনা করি। তোমার দ্বারা মা'র মহৎকার্য অনুষ্ঠিত হইবে। তুমি যত্নে আমার আদেশ শ্রবণ কর। তোমাকে জীবানন্দ-ভবানন্দের সঙ্গে বনে বনে ফিরিয়া যুদ্ধ করিতে বলিতে পারি না। তুমি পদচিহ্নে ফিরিয়া যাও। স্বধামে থাকিয়াই তোমাকে সন্ন্যাসধর্ম পালন করিতে হইবে।"

মহেন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত ও বিমর্ষ হইলেন; কিছু বলিলেন না। ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, "এক্ষণে আমাদিগের আশ্রয় নাই; এমন স্থান নাই যে, প্রবল সেনা আসিয়া আমাদিগকে অবরোধ করিলে আমরা খাদ্যসামগ্রী লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দশ দিন নির্বিঘ্নে থাকিব। আমাদিগের গড় নাই। তোমার অট্টালিকা আছে, তোমার গ্রাম তোমার অধিকারে। আমার ইচ্ছা সেইখানে একটি গড় প্রস্তুত করি। তুমি গৃহে গিয়া বাস কর, ক্রমে ক্রমে দুই হাজার সন্তান সেখানে গিয়া

উপস্থিত হইবে। তাহাদিগের দ্বারা গড়, ঘাটির বাঁধ এই সকল তৈয়ার করিতে থাকিবে। তুমি সেখানে উত্তম লৌহ-নির্মিত ঘর প্রস্তুত করাইবে, সেখানে সন্তানদিগের অর্থের ভাণ্ডার হইবে। সুবর্ণে পূর্ণ সিন্দুক সকল তোমার কাছে একে একে প্রেরণ করিব। তুমি সে সকল অর্থের দ্বারা এই সকল কার্য নির্বাহ করিবে। আর আমি নানা স্থান হইতে কৃতকর্মা শিল্পী সকল আনাইতেছি। শিল্পী সকল আসিলে তুমি পদচিহ্নে কারখানা স্থাপন করিবে। সেখানে কামান, গোলা, বারুদ, বন্দুক প্রস্তুত করাইবে। এই জন্য তোমাকে গৃহে যাইতে বলিতেছি।"

মহেন্দ্র স্বীকৃত হইলেন।

৫

মহেন্দ্র সত্যানন্দের পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলে, তাঁহার সঙ্গে যে দ্বিতীয় শিষ্য সেই দিন দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন। সত্যানন্দ আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব, তাহা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই। তোমার নবীন বয়স দেখিয়া তোমায় নবীনানন্দ বলিতে ইচ্ছা করে—অতএব এই নাম তুমি গ্রহণ কর। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পূর্ব্বে কি নাম ছিল ?"

শিষ্য। আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্ম্মা।

সত্য। তোমার নাম শান্তিমণি পাপিষ্ঠা।

এই বলিয়া সত্যানন্দ শিষ্যের কাল কুচকুচে দেড়হাত লম্বা দাড়ি বাম হাতে জড়াইয়া ধরিয়া এক টান দিলেন। জাল দাড়ি খসিয়া পড়িল। সত্যানন্দ বলিলেন, "ছি মা, আমার সঙ্গে প্রতারণা !"

শান্তি পোড়ারমুখী তখন দুই চোখ ঢাকা দিয়া কিছুক্ষণ অধোবদনে বসিল। পরক্ষণেই হাত নামাইয়া বলিল, "প্রভু, দোষই বা কি করিয়াছি ? স্ত্রীবাহুতে কি কখন বল থাকে না ?"

সত্য। গোষ্পদে যেমন জল।

শান্তি। সন্তানদিগের বাহুবল আপনি কখনও পরীক্ষা করিয়া থাকেন ?

সত্য। থাকি।

এই বলিয়া সত্যানন্দ এক ইস্পাতে রধনুক আর লোহার কতকটা তার আনিয়া দিলেন, বলিলেন, "এই ইস্পাতের ধনুকে এই লোহার তারে গুণ দিতে হয়। গুণের পরিমাণ দুই হাত। গুণ দিতে দিতে ধনুক উঠিয়া পড়ে, যে গুণ দেয়, তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। যে গুণ দিতে পারে সেই প্রকৃত বলবান্।" শান্তি ধনুক ও তীর উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল, "সকল সন্তান কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ?"

সত্য। না, ইহা দ্বারা তাহাদিগের বল বুঝিয়াছি মাত্র।

শান্তি। কেহ কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই ?

সত্য। চারিজন মাত্র।

শান্তি। জিজ্ঞাসা করিব কি, কে কে ?

সত্য। নিষেধ কিছু নাই। একজন আমি।

শান্তি। আর ?

সত্য। জীবানন্দ, ভবানন্দ, জ্ঞানানন্দ।

শান্তি ধনুক লইল, তার লইল, অবহেলে তাহাতে গুণ দিয়া সত্যানন্দের চরণতলে ফেলিয়া দিল।

সত্যানন্দ বিস্মিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "এ কি, তুমি দেবী না মানবী ?"

শান্তি করজোড়ে বলিল, "আমি সামান্য মানবী।"

সহসা মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের ন্যায় স্মৃতি সত্যানন্দের চিত্তকে প্রভাসিত করিল। তিনি বলিলেন, "মনে পড়িয়াছে। জীবানন্দের স্ত্রীর নাম শান্তি। তুমি কি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী?"

এবার জটাভারে নবীনানন্দ মুখ ঢাকিল। সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, "কেন এ পাপাচার করিতে আসিলে?"

শান্তি সহসা জটাভার পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিয়া উন্নতমুখে বলিল, "পাপাচরণ কি প্রভু? পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ? সন্তানধর্মশাস্ত্র যদি একে পাপাচরণ বলে, তবে সন্তানধর্ম অধর্ম। আমি তাঁহার সহধর্মিণী। স্বামী যে ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার ভাগিনী কেন হইব না?"

সত্য। ভাল, তোমায় দিন কত পরীক্ষা করিয়া দেখি।

শান্তি বলিল, "আনন্দমঠে আমি থাকিতে পাইব কি?"

সত্য। আজি আর কোথায় যাইবে?

এই বলিয়া পরে আশীর্বাদ করিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে বিদায় করিলেন।

শান্তি মঠে থাকিতে অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং মঠেই রহিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

১

(কাল ৭৬ সাল ঈশ্বরকৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে—কত কোটি তা কে জানে—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্‌ণ হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্যা, গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ি পড়িয়া পশুগণের বিশ্রামভূমি এবং প্রেতভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্বর ভূমিখণ্ডসকল অকর্ষিত, অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল, অথবা জঙ্গলে পূরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। যেখানে হাস্যময় শ্যামল শস্যরাশি বিরাজ করিত, যেখানে অসংখ্য গো-মহিষাদি বিচরণ

করিত, সে সকল ক্রমে ঘোরতর জঙ্গল হইতে লাগিল। এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর গেল। জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যে স্থান মনুষ্যের সুখের স্থান ছিল, সেখানে নরমাংস-লোলুপ ব্যাঘ্র আসিয়া হরিণাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে শিশুসকল নবীন বয়সে সন্ধ্যাকালে মল্লিকা-কুসুমতুল্য উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়-তৃপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেইখানে আজি যূথে যূথে বন্যহস্তী সকল মদমত্ত হইয়া, বৃক্ষের কাণ্ড সকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যেখানে দুর্গোৎসব হইত সেখানে শৃগালের বিবর; দোলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়; নাটা-মন্দিরে বিষধর সর্পসকল দিবসে ভেকের অন্বেষণ করে। বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই; বিক্রেয় জন্মে, কিনিবার লোক নাই; চাষায় চাষ করে, টাকা পায় না—জমিদারের খাজনা দিতে পারে না, রাজা জমিদারি কাড়িয়া লওয়ায় জমিদার-সম্প্রদায় সর্বহৃত হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী বহুপ্রসবিনী হইলেন, তবু আর ধন জন্মে না, কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহা পায় কাড়িয়া খায়। চোর-ডাকাতেরা মাথা তুলিল, সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল।)

এদিকে সন্তান-সম্প্রদায় নিত্য বিষ্ণু-পাদপদ্ম পূজা করে; যার ঘরে বন্দুক-পিস্তল আছে, কাড়িয়া আনে। ভবানন্দ বলিয়া দিয়াছিলেন, "ভাই! যদি এক দিকে একঘর মণি-মাণিক্য-হীরক-প্রবালাদি দেখ, আর এক দিকে একটা ভাঙ্গা

বন্দুক দেখ, মণি-মাণিক্য-হীরক-প্রবালাদি ছাড়িয়া ভাঙ্গা বন্দুকটি লইয়া আসিবে।

হিন্দুধর্মের বিলোপে অনেক হিন্দুই হিন্দুত্ব স্থাপনের জন্য আগ্রহচিত্ত ছিল। অতএব দিনে দিনে সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ সাহেব ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল।

ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ প্রথমে ফৌজদারি সৈন্যের দ্বারা বিদ্রোহ-নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফৌজদারি সিপাহীর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, তাহারা কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মুখে হরিনাম শুনিলে পলায়ন করিত। অতএব নিরুপায় দেখিয়া ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ কাপ্তেন টমাস্ নামক এক জন সুদক্ষ সৈনিককে অধিনায়ক করিয়া এক দল কোম্পানির সৈন্য বিদ্রোহ-নিবারণ জন্য প্রেরণ করিলেন।

কাপ্তেন টমাস্ পৌঁছিয়া বিদ্রোহ-নিবারণের অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সন্তানেরা এখন অসংখ্য, অজেয়; কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাষার কাস্তের নিকট শস্যের ন্যায় কর্তিত হইতে লাগিল। হরি হরি ধ্বনিতে কাপ্তেন টমাসের কর্ণ বধির হইয়া গেল।

২

তখন কোম্পানির অনেক রেশমের কুঠি ছিল। শিবগ্রামে ঐরূপ এক কুঠি ছিল। ডানিওয়ার্থ সাহেব সেই কুঠির ফাস্টার অর্থাৎ অধ্যক্ষ ছিলেন। তখনকার কুঠিসকলের রক্ষার জন্য সুব্যবস্থা ছিল। ডানিওয়ার্থ সেই জন্য কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী-কন্যাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং সন্তানদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। সেই প্রদেশে এই সময়ে কাপ্তেন টমাস্ সাহেব দুই-চারি দল ফৌজ লইয়া তশরিফ আনিয়াছিলেন। এখন কতকগুলো চোয়াড়, হাড়ি, ডোম, বাগদী বুনো সন্তানদিগের উৎসাহ দেখিয়া, পরদ্রব্যাপ-হরণে উৎসাহী হইয়াছিল। তাহারা কাপ্তেন টমাসের রসদ আক্রমণ করিল। কাপ্তেন টমাসের সৈন্যের জন্য গাড়ি গাড়ি বোঝাই হইয়া উত্তম ঘি, ময়দা, মুরগী, চাল যাইতেছিল —দেখিয়া ডোম-বাগদীর দল লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই। তাহারা গিয়া গাড়ি আক্রমণ করিল, কিন্তু কাপ্তেন টমাসের সিপাহীদিগের হস্তস্থিত বন্দুকের দুই চরিটা গুঁতা খাইয়া ফিরিয়া আসিল। কাপ্তেন টমাস্ তৎক্ষণেই কলিকাতায়

রিপোর্ট পাঠাইলেন যে, আজ ১৫৭ জন সিপাহী লইয়া ১৪,৭৩০ জন বিদ্রোহী পরাজয় করা গিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের মধ্যে ১,১৫৩ জন মরিয়াছে, ১,২২৩ জন আহত হইয়াছে, ৭ জন বন্দী হইয়াছে। কেবল শেষ কথাটি সত্য।

কাপ্তেন টমাস্ দ্বিতীয় ব্লেনহিম বা রসবাকের যুদ্ধ জয় করিয়াছি মনে করিয়া গোঁফ-দাড়ি চুমরাইয়া নির্ভয়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলেন এবং ডানিওয়ার্থ সাহেবকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন যে, আর কি, এক্ষণে বিদ্রোহ-নিবারণ হইয়াছে তুমি স্ত্রীপুত্রদিগকে কলিকাতা হইতে লইয়া আইস। ডানিওয়ার্থ সাহেব বলিলেন, "তা হইবে, আপনি দশ দিন এখানে থাকুন, দেশ আর একটু স্থির হউক, স্ত্রী-পুত্র লইয়া আসিব।" ডানিওয়ার্থ সাহেবের ঘরে পালা মটন মুরগী ছিল। পনীরও তাঁহার ঘরে অতি উত্তম ছিল। নানাবিধ বন্য পক্ষী তাঁহার টেবিলের শোভা সম্পাদন করিত। শ্মশ্রুমান্ বাবুর্চিটি দ্বিতীয় দ্রোপদী; সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে কাপ্তেন টমাস্ সেইখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সাহেব বাহাদুর শিকার বড় ভালবাসেন, মধ্যে মধ্যে শিবগ্রামের নিকটবর্তী অরণ্যে মৃগয়ায় বাহির হইতেন। এক দিন ডানিওয়ার্থ সাহেবের সঙ্গে অশ্বারোহণে কতকগুলি শিকারী লইয়া কাপ্তেন টমাস্ শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। বলিতে কি, টমাস্ সাহেব অসমসাহসিক, বলবীর্যে ইংরেজজাতির মধ্যেও অতুল্য। সেই নিবিড় অরণ্য ব্যাঘ্র, মহিষ, ভল্লুকাদিতে

অতিশয় ভয়ানক। বহুদূর আসিয়া শিকারীরা আর যাইতে অস্বীকৃত হইল, বলিল, "ভিতরে আর পথ নাই, আমরা আর যাইতে পারিব না।" ডানিওয়ার্থ সাহেব সেই অরণ্যমধ্যে এমন ভয়ানক ব্যাঘ্রের হাতে পড়িয়াছিলেন যে, তিনিও আর যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা সকলে ফিরিতে চাহিলেন। কাপ্তেন টমাস্ বলিলেন, "তোমরা ফেরো, আমি ফিরিব না।" এই বলিয়া কাপ্তেন সাহেব নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অরণ্যমধ্যে পথ ছিল না। অশ্ব প্রবেশ করিতে পারিল না। কিন্তু সাহেব ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া কাঁধে বন্দুক লইয়া একা অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ব্যাঘ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যাঘ্র দেখিলেন না। কি দেখিলেন? এক বৃহৎ বৃক্ষতলে প্রস্ফুটিত-কুসুমযুক্ত লতাগুল্মাদিতে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া ও কে? এক নবীন সন্ন্যাসী, রূপে বন আলো করিয়াছে। কাপ্তেন টমাস্ সাহেব বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ের পরই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। (কাপ্তেন সাহেব দেশী ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন, বলিলেন, "টুমি কে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী।"

কাপ্তেন বলিলেন, "টুমি rebel, হামি টোমায় গুলি করিয়া মারিব।"

সন্ন্যাসী। মার॥

কাপ্তেন একটু মনে সন্দেহ করিতেছিলেন যে, গুলি মারিবেন

কি না, এমন সময় বিদ্যুদ্‌বেগে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার উপরে পড়িয়া তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। এক টানে জটা খুলিয়া ফেলিল। কাপ্তেন টমাস্ সাহেব দেখিলেন, অপূর্ব স্ত্রীমূর্তি। সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল, "সাহেব, আমি স্ত্রীলোক, কাহাকেও আঘাত করি না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি হইতেছে, তোমরা মাঝখানে কেন? আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।"

সাহেব। টুমি কে?

শান্তি। দেখিতেছ সন্ন্যাসিনী; যাঁহাদের সঙ্গে লড়াই করিতে আসিয়াছ, তাঁহাদের কাহারও স্ত্রী।

সাহেব। টুমি হামাড়া গোড়ে ঠাকিব?

শান্তি। আমারও একটা জিজ্ঞাসা আছে, আমাদের ঘরে একটা রূপী বাঁদর ছিল, সেটা সম্প্রতি মরে গেছে; তুমি অই কোটরে থাকবে? আমাদের বাগানে বেশ মর্তমান কলা হয়।

সাহেব। কলা খাইতে উট্টম জিনিস। এখন আছে?

শান্তি। নে তোর বন্দুক নে। এমন বুনো জেতের সঙ্গে কেউ কথা কয়।

শান্তি বন্দুক ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। হরিণীর ন্যায় ক্ষিপ্রচরণে বনমধ্যে কোথায় প্রবিষ্ট হইল। সাহেব কিছু পরে শুনিতে পাইলেন, স্ত্রীকণ্ঠে গীত হইতেছে—

"এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

হরে মুরারে! হরে মুরারে!

শান্তি গায়িতে গায়িতে চলিল,—

জলেতে তুফান হয়েছে,
আমার নূতন তরী ভাসল সুখে,
মাঝিতে হাল ধরেছে.
হরে মুরারে! হরে মুরারে!
ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ,
জোয়ার-গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!"

৩

ভবানন্দ গোস্বামী একদা নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া একটা অন্ধকার গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। গলির দুই পার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকাশ্রেণী; সূর্যদেব মধ্যাহ্নে এক-একবার গলির ভিতর উঁকি মারেন মাত্র। তৎপরে অন্ধকারেরই অধিকার। গলির পাশে একটা দোতালা বাড়িতে ভবানন্দ ঠাকুর প্রবেশ করিলেন।

ঐ বাড়ির দ্বিতলের একটি কক্ষে শাপগ্রস্তা দেবীর মত এক অপূর্বসুন্দরী রমণী বসিয়াছিলেন। ইনি কল্যাণী। ভবানন্দ কল্যাণীকে শিক্ষাদান কারবার জন্য মধ্যে মধ্যে এখানে আসিতেন। ভবানন্দ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী হইলেও স্থিরচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন না। কল্যাণীর রূপে তিনি মুগ্ধ হইলেন। ভবানন্দ সেকথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করাতে কল্যাণী তাঁহাকে ব্রতচ্যুত অধর্মী বলিয়া তিরস্কারপূর্বক বিদায় করিলেন।

মঠে গিয়ে ভবানন্দ গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই জঙ্গলমধ্যে এক স্থানে এক প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকাদির উপর লতাগুল্ম-কন্টকাদি অতিশয় নিবিড়ভাবে জন্মিয়াছে। সেখানে অসংখ্য সর্পের বাস। ভগ্ন

প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত অভগ্ন ও পরিষ্কৃত ছিল, ভবানন্দ গিয়া তাহার উপর উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভবানন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রজনী ঘোর তমোময়ী। তাহাতে সেই অরণ্য অতি বিস্তৃত, একেবারে জনশূন্য, অতিশয় নিবিড়, বৃক্ষলতা-দুর্ভেদ্য বন্যপশুরও গমনাগমনের বিরোধী। বিশাল, জনশূন্য, অন্ধকার, দুর্ভেদ্য, নীরব। রবের মধ্যে দূরে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার অথবা বন্য শ্বাপদের ক্ষুধা, ভীতি বা আস্ফালনের বিকট শব্দ। কদাচিৎ কোন বৃহৎ পক্ষীর পক্ষকম্পন, কদাচিৎ তাড়িত এবং তাড়নকারী, বধ্য এবং বধকারী পশুদিগের দ্রুতগমন-শব্দ। সেই বিজন অন্ধকারে ভগ্ন অট্টালিকার উপর বসিয়া একা ভবানন্দ। ভবানন্দ কপালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলেন ; স্পন্দ নাই, নিশ্বাস নাই, ভয় নাই, অতি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। এমন সময়ে পেচক মাথার উপর গম্ভীর শব্দ করিল। ভবানন্দ তখন মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ও কি শব্দ ? কানে যেন গেল, যম আমায় ডাকিতেছে। আমি জানি না, কে শব্দ করিল, কে আমায় ডাকিতেছে। আমি জানি না, কে শব্দ করিল, কে আমায় ডাকিল, কে আমায় বিধি দিল, কে মারিতে বলিল। পুণ্যময়ী অনন্তে!! তুমি শব্দময়ী, কিন্তু তোমার শব্দের ত মর্ম আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমায় ধর্মে মতি দাও, আমায় পাপ হইতে বিরত কর। ধর্মে—হে গুরুদেব!—ধর্মে যেন আমার মতি থাকে।"

তখন সেই ভীষণ কাননমধ্য হইতে অতি মধুর অথচ গম্ভীর, মর্ম্মভেদী মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইল; কেহ বলিল, "ধর্ম্মে তোমার মতি থাকিবে—আশীর্বাদ করিলাম।"

ভবানন্দের শরীরে রোমাঞ্চ হইল। এ কি এ? এ যে গুরুদেবের কণ্ঠ! "মহারাজ, কোথায় আপনি! এ সময়ে দাসকে দর্শন দিন।"

কিন্তু কেহ দর্শন দিল না—কেহ উত্তর করিল না। ভবানন্দ পুনঃ পুনঃ ডাকিলেন—উত্তর পাইলেন না। এদিক ওদিক খুঁজিলেন, কোথাও কেহ নাই।

যখন রজনী-প্রভাতে প্রাতঃসূর্য উদিত হইয়া বৃহৎ অরণ্যের শিরঃস্থ শ্যামল পত্ররাশিতে প্রতিভাসিত হইতেছিল, তখন ভবানন্দ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ণে প্রবেশ করিল,—"হরে মুরারে! হরে মুরারে!" চিনিলেন সত্যানন্দের কণ্ঠ। বুঝিলেন প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

৪

শান্তিদেবী কুটিরে বসিয়া দশাবতার-স্তোত্র গান করিতেছিলেন, এমন সময় সত্যানন্দ সেখানে উপস্থিত হইলেন। শান্তিদেবী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গানের অনুবৃত্তিরূপেই গাহিলেন—

("তব চরণপ্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু।")

সত্যানন্দ বলিলেন, "মা, তোমার কুশলই হইবে।"

শান্তি। কিসে ঠাকুর? তোমার তো আজ্ঞা আছে—আমার বৈধব্য।

সত্য। তোমারে আমি চিনিতাম না। তুমি আমার অপেক্ষা জ্ঞানী, ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না যে, আমি সকল জানি। তোমার প্রলোভনে তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারেন, এত দিন করিতেছেন, তাহা হইলে আমার কার্যোদ্ধার হইতে পারে।

শান্তি বলিল, "কি ঠাকুর! আমি আমার স্বামী এক আত্মা, যাহা যাহা তোমার সঙ্গে কথোপকথন হইল, সবই বলিব। আমার স্বামীর ধর্ম আমার স্বামীর হাতে; আমি তাঁহাকে ধর্ম হইতে বিরত করিবার কে? ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা, কিন্তু

পরকালে সবারই ধর্ম দেবতা—আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম বড়, তার অপেক্ষা আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম বড়। মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না।”

ব্রহ্মচারী তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “মা, এ ঘোর ব্রতে বলিদান আছে। আমাদের সকলকেই বলি পড়িতে হইবে। আমি মরিব, জীবানন্দ, ভবানন্দ সবাই মরিবে, বোধ হয়, মা তুমিও মরিবে; কিন্তু দেখ, কাজ করিয়া মরিতে হইবে, বিনা কার্যে কি মরা ভাল?—আমি কেবল দেশকে মা বলিয়াছি, আর কাহাকেও বলি নাই; কেননা, সেই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক। আর তোমাকে মা বলিলাম। তুমি মা হইয়া সন্তানের কাজ কর, যাহাতে কার্যোদ্ধার হয়, তাহা করিও, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা করিও, তোমার প্রাণরক্ষা করিও।”

এই বলিয়া সত্যানন্দ “হরে মুরারে মধুকৈটভারে” গায়িতে গায়িতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

৫

ক্রমে সন্তান-সম্প্রদায় মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, সত্যানন্দ আসিয়াছেন, সন্তানদিগের সহিত কি কথা কহিবেন, এই বলিয়া তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন দলে দলে সন্তান-সম্প্রদায় আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল।

সত্যানন্দ আসিয়া সেই সমবেত সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেন। তখন সেই দশ সহস্র সন্তানমস্তক বৃক্ষবিচ্ছেদ-পতিত চন্দ্রকিরণে প্রভাসিত হইয়া শ্যামল তৃণভূমে প্রণত হইল।

সত্যানন্দ তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "হে সন্তানগণ! তোমাদের সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে। টমাস্‌নামা একজন বিধর্মী দুরাত্মা বহুতর সন্তান নষ্ট করিয়াছে। আজ রাত্রে আমরা তাহাকে সসৈন্যে বধ করিব। জগদীশ্বরের আজ্ঞা—তোমরা কি বল?"

ভীষণ হরিধ্বনিতে কানন বিদীর্ণ করিল। "এখনই মারিব, কোথায় তারা দেখাইয়া দিবে চল।"

তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "সেজন্য আমাদিগকে একটু ধৈর্যাবলম্বন করিতে হইবে। শত্রুদের কামান আছে—কামান ব্যতীত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভবে না। বিশেষ তাহারা বীর

জাতি। পদচিহ্নের দুর্গ হইতে ১৭টা কামান আসিতেছে—কামান পৌঁছিলে আমরা যুদ্ধযাত্রা করিব। ঐ দেখ, প্রভাত হইতেছে—বেলা চারিদণ্ড হইলেই—ও কি ও—?”

“গুড়ুম গুড়ুম গুম্” ইংরেজের কামান ডাকিল। সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, “তোমরা দেখ, কিসের তোপ।” কয়েক জন সন্তান তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া দেখিতে ছুটিল; কিন্তু তাহারা কানন হইতে বাহির হইয়া কিছু দূরে গেলেই শ্রাবণের ধারার ন্যায় গোলা তাহাদের উপর বৃষ্টি হইল, তাহারা অশ্বসহিত আহত হইয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। দূর হইতে সত্যানন্দ তাহা দেখিলেন। বলিলেন, “উচ্চ বৃক্ষে উঠ, দেখ কি?” তিনি বলিবার অগ্রেই জীবানন্দ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রভাতকিরণে দেখিতেছিলেন, তিনি বৃক্ষের উপরিস্থ শাখা হইতে ডাকিয়া বলিলেন, “তোপ ইংরেজের।”

তখন সত্যানন্দ জীবানন্দকে বলিলেন, “তুমি গাছ হইতে নাম।” জীবানন্দ গাছ হইতে নামিলেন। সত্যানন্দ বলিলেন, “দশ হাজার সন্তান উপস্থিত আছে; কি করিতে পার দেখ। তুমি আজ সেনাপতি।” জীবানন্দ সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উল্লম্ফনে অশ্বে আরোহণ করিলেন। তখন সেই দশ-সহস্র সন্তান এককণ্ঠে নদী, কানন, আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, তোপের শব্দ ডুবাইয়া দিয়া, সহস্র সহস্র বাহু উত্তোলন করিয়া গায়িল—

“জয় জগদীশ হরে।

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।”

তখন সত্যানন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "জগদীশ হরি তোমাদিগকে কৃপা করিবেন—তোপ কত দূর ?"

উপর হইতে একজন বলিল, "এই কাননের অতি নিকটে একখানা ছোট মাঠ পার মাত্র।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "কে তুমি ?"

উপর হইতে উত্তর হইল, "আমি নবীনানন্দ।"

তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা দশ-সহস্র সন্তান, আজ তোমাদের জয় হইবে, তোপ কাড়িয়া লও।"

তখন অগ্রবর্তী অশ্বারোহী জীবানন্দ বলিলেন, "আইস !"

সেই দশ-সহস্র সন্তান—অশ্ব ও পদাতি, অতিবেগে জীবানন্দের অনুবর্তী হইল। কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র সেই অজস্র গোলাবৃষ্টি পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। বহুতর সন্তান বিনা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া ভূমিশায়ী হইল। এক জন জীবানন্দকে বলিল, জীবানন্দ, অনর্থক প্রাণিহত্যায় কাজ কি ?"

জীবানন্দ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, ভবানন্দ। জীবানন্দ উত্তর করিলেন, "কি করিতে বল ?"

ভব। বনের ভিতর থাকিয়া বৃক্ষের আশ্রয় হইতে আপনাদিগের প্রাণরক্ষা করি—তোপের মুখে, পরিষ্কার মাঠে, বিনা তোপে এ সন্তান-সৈন্য এক দণ্ড টিকিবে না।

জীব। কিন্তু প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন, তোপ কাড়িয়া লইতে হইবে।

ভব। কার সাধ্য তোপ কাড়ে। কিন্তু যদি যেতেই হবে, তবে তুমি নিরস্ত হও, আমি যাইতেছি।

জীব। তা হবে না—ভবানন্দ! আজ আমার মরিবার দিন।

ভব। মৃত্যুর পক্ষে আবার কালাকাল কি?

জীব। তবে এসো।

এই কথার পর ভবানন্দ সকলের অগ্রবর্তী হইলেন। তখন দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা পড়িয়া সন্তান-সৈন্য খণ্ডবিখণ্ড করিতেছে, ছিঁড়িয়া চিরিতেছে, উল্টাইয়া ফেলিয়া দিতেছে, তাহার উপর শত্রুর বন্দুকওয়ালা সিপাহী সৈন্য অব্যর্থ লক্ষ্যে সারি সারি সন্তানদের ভূমে পাড়িয়া ফেলিয়াছে। এমন সময় ভবানন্দ বলিলেন, "এই তরঙ্গে আজ সন্তানকে ঝাঁপ দিতে হইবে—কে পার ভাই? এমন সময় গাও 'বন্দে মাতরম্'।"

তখন উচ্চনিনাদে মেঘমল্লার রাগে সেই সহস্র কণ্ঠে সন্তান-সেনা তোপের তালে গায়িল, "বন্দে মাতরম্।"

৬

সেই দশ-সহস্র সন্তান "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে বল্লম উন্নত করিয়া, অতি দ্রুতবেগে তোপশ্রেণীর উপর গিয়া পড়িল। গোলাবৃষ্টিতে খণ্ডবিখণ্ড, বিদীর্ণ, উৎপতিত, অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, তথাপি সন্তানসৈন্য ফেরে না। সেই সময়ে কাপ্তেন টমাসের আজ্ঞায় এক দল সিপাহী বন্দুকে সঙ্গিন চড়াইয়া প্রবল বেগে সন্তানদিগের দক্ষিণপার্শ্বে আক্রমণ করিল; তখন দুই দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া সন্তানেরা একেবারে নিরাশ হইল। মুহূর্তে শত শত সন্তান বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ তোমারই কথা ঠিক, আর বৈষ্ণব ধ্বংসের প্রয়োজন নাই, ধীরে ধীরে ফিরি।"

ভব। এখন ফিরিবে কি প্রকারে? এখন যে পিছন ফিরিবে, সেই মরিবে।

জীব। এক কর্ম কর, অল্পসংখ্যক সেনা তুমি সঙ্গে রাখ, তুমি সেই অল্পসংখ্যক সন্তান লইয়া সম্মুখ রক্ষা কর। আমি তোমার সেনার অন্তরালে অবশিষ্ট সন্তানগণকে পুল পার করিয়া লইয়া যাই। তোমার সঙ্গে যাহারা রহিল, তাহারা নিশ্চিত

বিনষ্ট হইবে, আমার সঙ্গে যাহারা রহিল, তাহারা বাঁচিলে বাঁচিতে পারিবে।

ভব। আচ্ছা, আমি তাহা করিতেছি।

এই অবসরে জীবানন্দ অবশিষ্ট সন্তানসেনার মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া বামভাগে কানন বেড়িয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। কাপ্তেন টমাসের একজন সহযোগী লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসন্ দূর হইতে দেখিলেন যে, এক সম্প্রদায় সন্তান ধীরে ধীরে পলাইতেছে, তখন তিনি একদল ফৌজদারি সিপাহী, একজন পরগনা সিপাহী লইয়া জীবানন্দের অনুবর্তী হইলেন।

ইহা কাপ্তেন টমাস্ দেখিতে পাইলেন। সন্তান-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান ভাগ পলাইতেছে দেখিয়া তিনি কাপ্তেন হে-নামা একজন সহযোগীকে বলিলেন, "আমি দুই চার শত সিপাহী লইয়া এই উপস্থিত ভগ্ন বিদ্রোহীদিগকে নিহত করিতেছি, তুমি তোপগুলি ও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া উহাদের প্রতি ধাবমান হও, বামদিক্ দিয়া লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসন্ যাইতেছে, দক্ষিণদিক্ দিয়া তুমি যাও।"

কাপ্তেন টমাস্ দুই শত মাত্র পদাতি ভবানন্দের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রাখিয়া আর সকল হে-র সঙ্গে পাঠাইলেন। তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানসেনা ব্যাঘ্রের ন্যায় কাপ্তেন টমাসের উপর লাফাইয়া পড়িল। সে আক্রমণের উগ্রতা অল্পসংখ্যক সিপাহী ও তৈলঙ্গীর দল সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা বিনষ্ট হইল। ভবানন্দ তখন নিজে গিয়া কাপ্তেন টমাসের

চুল ধরিলেন। বলিলেন, "কাপ্তেন সাহেব! তোমায় মারিব না, আইস, তোমার প্রাণদান দিলাম, আপাততঃ তুমি বন্দী।"

কাপ্তেন টমাস্ তখন ভবানন্দকে বধ করিবার জন্য বন্দুক উঠাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু ভবানন্দ তাহাকে বাঘের মত ধরিয়াছিলেন, কাপ্তেন টমাস্ নড়িতে পারিল না।

তখন সেই অল্পসংখ্যক সেনাগণ কাপ্তেন টমাস্‌কে ঘোড়ায় বাঁধিয়া লইয়া "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে ওয়াটসন্‌কে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

জীবানন্দের সন্তান-সেনা ভগ্নোদ্যম, তাহারা পলায়নে উদ্যত। জীবানন্দ ও ধীরানন্দ তাহাদিগকে বুঝাইয়া সংযত রাখিলেন, কিন্তু সকলকে পারিলেন না, কতকগুলি পলাইয়া আম্রকাননে আশ্রয় লইল। অবশিষ্ট সেনা জীবানন্দ ও ধীরানন্দ পুলের মুখে লইয়া গেলেন। কিন্তু সেখানে হে ও ওয়াটসন্ তাহাদিগকে দুই দিক হইতে ঘিরিল।

৭

এমন সময়ে টমাসের তোপগুলি দক্ষিণে আসিয়া পৌঁছিল। তখন সন্তানের দল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইল, কেহ বাঁচিবার আর কোন আশা রহিল না। সন্তানেরা যে যেখানে পারিল, পলাইতে লাগিল। জীবানন্দ-ধীরানন্দ তাহাদিগকে সংযত এবং একত্রিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই পারিলেন না। সেই সময়ে উচ্চৈঃশব্দ হইল, "পুলে যাও, পুলে যাও, ওপার যাও। নহিলে নদীতে ডুবিয়া মরিবে, ধীরে ধীরে ইংরেজ সেনার দিকে মুখ রাখিয়া পুলে যাও।"

জীবানন্দ চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ভবানন্দ। ভবানন্দ বলিলেন, "জীবানন্দ! পুলে লইয়া যাও, রক্ষা নাই।" তখন ধীরে ধীরে পিছে হটিতে হটিতে সন্তানসেনা পুলের পারে চলিল। কিন্তু পুল পাইয়া, বহুসংখ্যক সন্তান একেবারে পুলের ভিতর প্রবেশ করায় ইংরেজের তোপ সুযোগ পাইয়া পুল একেবারে ঝাঁটাইতে লাগিল। সন্তানের দল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ একত্রে। একটা তোপের দৌরাত্ম্যে ভয়ানক সন্তানক্ষয় হইতেছিল। ভবানন্দ

বলিলেন, "জীবানন্দ, ধীরানন্দ, এস, তরবারি ঘুরাইয়া আমরা তিনজন এই তোপটা দখল করি।" তখন তিনজনে তরবারি ঘুরাইয়া সেই তোপের নিকটবর্তী গোলন্দাজ সেনা বধ করিলেন। তোপটা ভবানন্দের দখল হইল। সন্তানেরা সকলে ধরিয়া তোপ ঘুরাইল। ভবানন্দ সেই তোপ টানিয়া পুলের মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "তোমরা দুইজনে সন্তান-সেনা সারি দিয়া পুল পার করিয়া লইয়া যাও, আমি একা ব্যূহমুখ রক্ষা করিব।"

কুড়িজন বাছা সন্তান ভবানন্দের কাছে রহিল।

তখন অসংখ্য সন্তান পুল পার হইয়া জীবানন্দ ও ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে সারি দিয়া পরপারে যাইতে লাগিল। একা ভবানন্দ কুড়িজন সন্তানের সাহায্যে সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে লাগিলেন—এমন সময়ে কোথা হইতে নূতন তোপ ডাকিল—"গুড়ুম গুম্ বুম্ বুম।" উভয় দল কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল—কোথায় আবার কামান! দেখিল বনের ভিতর হইতে কতকগুলি কামান দেশী গোলন্দাজ কর্তৃক চালিত হইয়া নির্গত হইতেছে। নির্গত হইয়া সেই বিরাট্ কামানের শ্রেণী সপ্তদশ মুখে ধুম উদগীর্ণ করিয়া হে সাহেবের দলের উপরে অগ্নিবৃষ্টি করিল। অগ্নি-বৃষ্টিতে তৈলঙ্গী, মুসলমান, হিন্দুস্থানী পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল দুই চারিজন গোরা খাড়া দাঁড়াইয়া মরিতে লাগিল।

তখন পিপীলিকাস্রোতোবৎ সন্তানের দল নূতন উৎসাহে

পুল পারে ফিরিয়া আসিয়া যবনদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল।

বিধর্মীর দল পলাইল। মার্ মার্ শব্দে জীবানন্দ, ধীরানন্দ বিধর্মী সেনার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। তাহাদের তোপ সন্তানেরা কাড়িয়া লইল। বহুতর ইংরেজ সিপাহী নিহত হইল। আর এক প্রাণী বাঁচিল না—শেষ এক স্থানে ২০। ৩০ জন গোরা সৈন্য একত্রিত হইয়া আত্ম-সমর্পণে কৃতনিশ্চয় হইল, অতি ঘোরতর রণ করিতে লাগিল। জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ, আমাদের রণজয় হইয়াছে, আর কাজ নাই, এই কয় জন ব্যতীত আর কেহ জীবিত নাই, উহাদিগকে প্রাণদান দিয়া, চল আমরা ফিরিয়া যাই।"

ভবানন্দ বলিলেন, "এক জন জীবিত থাকিতে ভবানন্দ ফিরিবে না—জীবানন্দ, তোমার দিব্য দিয়া বলিতেছি যে, তুমি তফাতে দাঁড়াইয়া দেখ, একা আমি এই কয়জন ইংরেজকে নিহত করি।"

কাপ্তেন্ টমাস্ অশ্বপৃষ্ঠে নিবদ্ধ ছিল। ভবানন্দ আজ্ঞা দিলেন, "উহাকে আমার সম্মুখে রাখ, আগে ঐ বেটা মরিবে, তবে ত আমি মরিব।"

কাপ্তেন টমাস্ বাঙ্গালা বুঝিত, বুঝিয়া ইংরেজ সেনাকে বলিল, "ইংরেজ! আমি তো মরিয়াছি, প্রাচীন ইংলণ্ডের নাম তোমরা রক্ষা করিও, তোমাদিগকে খ্রীস্টের দিব্য দিতেছি, আগে আমাকে মার তার পর বিদ্রোহীদিগকে মার।"

ভোঁ করিয়া একটি বুলেট ছুটিল, একজন আইরিশম্যান্ কাপ্তেন টমাস্‌কে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল। ললাটে বিদ্ধ হইয়া কাপ্তেন টমাস্ প্রাণত্যাগ করিল। ভবানন্দ তখন ডাকিয়া বলিলেন, "আমার ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে, কে এমন পার্থ বৃকোদর নকুল সহদেব আছে যে, এ সময় আমায় রক্ষা করিবে? আমি মরিবার জন্য আসিয়াছি, আমার সঙ্গে মরিতে চাও, এমন সন্তান কে আছে?"

আগে ধীরানন্দ অগ্রসর হইল, পিছে জীবানন্দ—সঙ্গে আর ১০। ১৫। ২০। ৫০ জন সন্তান আসিল।

ভবানন্দ প্রবলবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে অবশিষ্ট গোরাসৈন্যগণ বিনষ্ট হইল। কিন্তু ভবানন্দ আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

৮

রণজয়ের পর, অজয়তীরে সত্যানন্দকে ঘিরিয়া বিজয়ী বীরবর্গ নানা উৎসব করিতে লাগিল। কেবল সত্যানন্দ বিমর্ষ, ভবানন্দের জন্য।

কাননমধ্যে তৎপরে কেবল সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, নবীনানন্দ, ধীরানন্দ আসীন; গোপনে পাঁচ জনে পরামর্শ করিতেছেন। সত্যানন্দ বলিলেন, "এত দিন যে জন্য আমরা সর্ব-কর্ম. সর্ব-ধর্ম, সর্ব-সুখ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ব্রত সফল হইয়াছে, এ প্রদেশ সমস্ত আমাদিগের অধিকৃত হইল। এখানে আর কেহ নাই যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। অতএব বরেন্দ্রভূমিতে তোমরা সন্তান-রাজ্য প্রচার কর। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় কর এবং নগর অধিকার করিবার জন্য সেনা সংগ্রহ কর। হিন্দু রাজ্য হইয়াছে শুনিলে, বহুতর সেনা সন্তানের নিশান উড়াইবে। নগর অধিকার হইলে যাহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, রাজ-মুকুট পরাইও, কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি এই ব্রহ্মচর্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব কর্মে যাও।"

তখন চারি জনে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সত্যানন্দ তখন অন্যের অলক্ষিতে ইঙ্গিত করিয়া মহেন্দ্রকে রাখিলেন। আর তিন জন চলিয়া গেলেন, মহেন্দ্র রহিলেন। সত্যানন্দ তখন মহেন্দ্রকে বলিলেন, "তোমরা সকলে বিষ্ণুমণ্ডপে শপথ করিয়া সন্তানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। ভবানন্দ ও জীবানন্দ দুইজনেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে, ভবানন্দ আজ তাহার স্বীকৃত প্রায়শ্চিত্ত করিল। আমার সর্বদা ভয়, কোন্‌দিন জীবানন্দ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দেহ বিসর্জন করে। তুমি একা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে সন্তানের কার্যোদ্ধার হইল; প্রতিজ্ঞা ছিল যে যত দিন না সন্তানের কার্যোদ্ধার হয়, তত দিন তুমি স্ত্রী-কন্যার মুখদর্শন করিবে না। এক্ষণে কার্যোদ্ধার হইয়াছে, এখন আবার সংসারী হইতে পার।"

মহেন্দ্রের চক্ষে দরদরিত ধারা বহিল। মহেন্দ্র বলিলেন, "ঠাকুর, সংসারী হইব কাহাকে লইয়া? স্ত্রী ত আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, আর কন্যা কোথায় যে, তা ত জানি না, কোথায় বা সন্ধান পাইব? আপনি বলিয়াছেন, জীবিত আছে, ইহাই জানি, আর কিছু জানি না।"

সত্যানন্দ তখন নবীনানন্দকে ডাকিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, "ইনি নবীনানন্দ গোস্বামী—অতি পবিত্রচেতা, আমার প্রিয়শিষ্য। ইনি তোমার কন্যার সন্ধান বলিয়া দিবেন।" এই বলিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে ইঙ্গিত করিলেন। শান্তি প্রণাম করিয়া

বিদায় হয়, তখন বলিলেন, "কোথায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে ?"

শান্তি বলিল, "আমার আশ্রমে আস্থন।" এই বলিয়া শান্তি আগে আগে চলিল।

তখন মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলেন এবং শান্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। তথাপি শান্তি বিশ্রাম না করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

চতুর্থ খণ্ড

১

সেই রজনীতে হরিধ্বনিতে সে প্রদেশভূমি পরিপূর্ণা হইল। সন্তানেরা দলে দলে যেখানে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কেহ "বন্দে মাতরম্" কেহ "জগদীশ হরে" বলিয়া গায়িয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই এক রাত্রির মধ্যে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, "মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে।"

কল্যাণী মনে মনে বলিলেন, "জয় জগদীশ্বর! আজ তোমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে। আজ আমি স্বামিসন্দর্শনে যাত্রা করিব। হে মধুসূদন! আজ আমার সহায় হও।"

সে রাত্রে পথে দলে দলে পথিক, কেহ মার্ মার্ শব্দ করিতেছে, কেহ পালাও পালাও শব্দ করিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাসিতেছে, যে যাহাকে দেখিতেছে, সে তাহাকে ধরিতে যাইতেছে। কল্যাণী এক দল অতি উদ্ধত বিদ্রোহীর হাতে

পড়িয়া গেলেন। তাহারা ঘোর চিৎকার করিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিল। কল্যাণী তখন উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে দুই এক জন দস্যু তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। একজন তাঁহার অঞ্চল ধরিল। সেই সময় আর এক জন অকস্মাৎ আসিয়া অত্যাচারকারী পুরুষকে এক ঘা লাঠি মারিল। সে আহত হইয়া পাছু হটিয়া গেল। এই ব্যক্তির সন্ন্যাসীর বেশ—কৃষ্ণাজিনে বক্ষ আবৃত, বয়স অতি অল্প। সে কল্যাণীকে বলিল, "তুমি ভয় করিও না, আমার সঙ্গে আইস—কোথায় যাইবে?"

ক। পদচিহ্নে।

আগন্তুক বিস্মিত ও চমকিত হইল; বলিল, "সে কি?—পদচিহ্নে?" এই বলিয়া আগন্তুক কল্যাণীর দুই স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিয়া মুখপানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অপরিচিত পুরুষের স্পর্শে কল্যাণী অত্যন্ত ভীত এবং ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু যখন বুঝিলেন সন্ন্যাসী বেশধারী এই ব্যক্তি পুরুষ নয় রমণী, তখন আশ্বস্ত হইলেন। বলা বাহুল্য, এই ছদ্মবেশধারী রমণী শান্তি ভিন্ন আর কেহ নহে।

শান্তি বলিল, "ভাই, মহেন্দ্রের খোঁজে চলিয়াছ?" কল্যাণী বলিলেন, "তুমি কে? তুমি যে সব জান দেখিতেছি।" শান্তি বলিল, "আমি সন্তানসেনার অধিনায়ক! আমি সব জানি।"

শান্তি তখন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বন্যপথে লইয়া চলিল।

২

যখন শান্তি আপন আশ্রম ত্যাগ করিয়া গভীর রাত্রে নগরাভিমুখে যাত্রা করে, তখন জীবানন্দ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। শান্তি জীবানন্দকে বলিল, "আমি নগরে চলিলাম। মহেন্দ্রের স্ত্রীকে লইয়া আসিব। তুমি মহেন্দ্রকে বলিয়া রাখ যে, উহার স্ত্রী আছে।"

জীবানন্দ ভবানন্দের কাছে কল্যাণীর জীবনরক্ষা বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়াছিলেন এবং তাহার বর্তমান বাসস্থানও সর্বস্থানবিচারিণী শান্তির কাছে শুনিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল মহেন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। শেষে আনন্দে অভিভূত হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইলেন।

সেই রজনী-প্রভাতে শান্তির সাহায্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল। নিস্তব্ধ কাননমধ্যে ঘনবিন্যস্ত শালতরুশ্রেণীর অন্ধকার ছায়া মধ্যে পশুপক্ষী ভগ্ননিদ্র হইবার পূর্বে তাহাদিগের পরস্পরের দর্শনলাভ হইল। সাক্ষী কেবল সেই নীলগগনবিহারী ম্লানকিরণ আকাশের নক্ষত্রচয় আর সেই নিষ্কম্প অনন্ত শালতরুশ্রেণী।

বেলা এক প্রহর অতীত হইল। শান্তি ও জীবানন্দ আসিয়া দেখা দিলেন। কল্যাণী শান্তিকে বলিলেন, "আমরা আপনার কাছে বিনামূল্যে বিক্রীত। আমাদের কন্যাটির সন্ধান বলিয়া দিয়া এ উপকার সম্পূর্ণ করুন।"

জীবানন্দ মহেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আপনারা পদচিহ্নে গমন করুন—সেইখানে কন্যাকে পাইবেন।"

জীবানন্দ ভরুইপুরে নিমাইয়ের নিকট মেয়ে আনিতে গেলেন—কাজটা বড় সহজ বোধ হইল না।

তখন নিমাই প্রথমে ঢোক গিলিল, একবার এদিক ওদিক চাহিল। তারপর একবার তার ঠোঁট নাক ফুলিল। তারপর সে কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর বলিল, "আমি মেয়ে দিব না।"

৩

উত্তর-বাংলা মুসলমানের হাতছাড়া হইয়াছে। মুসলমান কেহই একথা মানেন না—মনকে চোখ ঠারেন—বলেন, কতকগুলো লুঠেরাতে বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে। কিন্তু এই সময়ে ওয়ারেন্ হেস্টিংস কলিকাতার গবর্ণর জেনারেল। ওয়ারেন্ হেস্টিংস মনকে চোখ ঠারিবার লোক নহেন।

তিনি Major Edwards নামে এক সেনাপতিকে সন্তান শাসনার্থে পাঠাইলেন।

এডওয়ার্ডস্ অনুসন্ধান করিতে করিতে জানিলেন যে, পদচিহ্নে ইহারা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানে আপনাদিগের অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষা করিতেছে।

মাঘী পূর্ণিমা সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার শিবিরের অদূরবর্ত্তী নদীতীরে একটা মেলা হইবে। যাবতীয় সন্তানগণের পূর্ণিমার দিন মেলায় একত্র সমাগম হইবে, এমন সম্ভাবনা। মেজর এডওয়ার্ডস্ বিবেচনা করিলেন যে, পদচিহ্নের রক্ষকেরাও সকলেই মেলায় আসিবার সম্ভাবনা। সেই সময়ে পদচিহ্নে গিয়া দুর্গ অধিকৃত করিবে।

এই অভিপ্রায় করিয়া মেজর রটনা করিলেন যে, তিনি মেলা

আক্রমণ করিবেন ; একঠাঁই সকল বৈষ্ণব পাইয়া এক দিনে শত্রু নিঃশেষ করিবেন ; বৈষ্ণবের মেলা হইতে দিবেন না।

এ সংবাদ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল, তখন যেখানে যে সন্তান-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রগ্রহণ করিয়া মেলা রক্ষার জন্য ধাবিত হইল। মেজর সাহেব যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা ঠিক হইল। মহেন্দ্র ফাঁদে পা দিলেন। মহেন্দ্র দুর্গে অল্পমাত্র সৈন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্য লইয়া মেলায় যাত্রা করিলেন।

এ সকল কথা হইবার আগেই জীবানন্দ ও শান্তি পদচিহ্ন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। মাঘী পূর্ণিমায়, পুণ্যদিনে শুভক্ষণে পবিত্র জলে প্রাণ বিসর্জন করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, ইহাই তাঁহাদের অভিসন্ধি। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা শুনিলেন যে, মেলায় সমবেত সন্তানদিগের সঙ্গে ইংরেজসৈন্যের মহাযুদ্ধ হইবে। তখন জীবানন্দ বলিলেন, "তবে যুদ্ধেই মরিব, শীঘ্র চল।"

তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র চলিলেন। পথ এক স্থানে একটা টিলার উপর দিয়া গিয়াছে। টিলায় উঠিয়া বীর-দম্পতি দেখিতে পাইলেন যে,—নিম্নে কিছু দূরে ইংরেজদের শিবির।

তখন দুই জনে কানে কানে কি পরামর্শ করিলেন, পরামর্শ করিয়া জীবানন্দ এক বনে লুকাইলেন। শান্তি আর এক বনে প্রবেশ করিয়া অদ্ভুত রহস্যে প্রবৃত্ত হইল। শান্তি ঝাঁপি-টেপারিটি সঙ্গে আনিয়াছিল। তাহাতে তাহার সজ্জা-সকল থাকিত।

এখন নবীনানন্দ ঝাঁপি-টেপারি খুলিয়া বেশ পরিবর্তনে প্রবৃত্ত হইল।

চিকণ রকম রসকলির উপরে খয়েরের টিপ কাটিয়া তৎকাল প্রচলিত ফুরফুরে কোঁকড়া কতকগুলি ঝাঁপটার গোছায় চাঁদমুখখানি ঢাকিয়া, শান্তি একটি সারঙ্গ হস্তে বৈষ্ণবীবেশে ইংরেজশিবিরে দর্শন দিল। দেখিয়া সিপাহীরা বড় মাতিয়া গেল। কেহ টপ্পা, কেহ গজল, কেহ শ্যামাবিষয়, কেহ কৃষ্ণবিষয় ফরমাস করিয়া শুনিল। কেহ চাল দিল, কেহ ডাল দিল, কেহ মিষ্ট দিল, কেহ পয়সা দিল, কেহ সিকি দিল। বৈষ্ণবী যখন শিবিরের অবস্থা স্বচক্ষে সবিশেষ দেখিয়া চলিয়া যায়, সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসিবে?" বৈষ্ণবী বলিল, "তা জানি না, আমার বাড়ি ঢের দূর।" সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কত দূর?" বৈষ্ণবী বলিল, "আমার বাড়ি পদচিহ্নে।" এখন সেই দিন মেজর সাহেব পদচিহ্নের কিছু খবর লইতেছিলেন, একজন সিপাহী তাহা জানিত, বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া মেজর সাহেবের কাছে লইয়া গেল।

সহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমার বাড়ি কোঠা বিবি?"

বিবি বলিল, "পদচিহ্নে।"

সাহেব। হুঁয়া একটা গর হ্যায়?

শান্তি। গড় আছে। ভারি কেল্লা।

সাহেব। কেট্টে আডমি?

শান্তি। গড়ে কত লোক থাকে? বিশ পঞ্চাশ হাজার।

সাহেব। তুঁয়ি পর আবি হ্যায়। ইয়া নিকেল গিয়া ?

শান্তি। আবার নেক্‌লাবে কোথা ?

সাহেব। মেলামে—টোম্ কব্ আয়া তুঁয়াসে ?

শান্তি। কাল এসেছি সাহেব।

সাহেব। ও লোক আজ নিকেল গিয়া হোগা।

শান্তি বলিল, "তা সাহেব, হতে পারে, আমি বৈষ্ণবী মানুষ, গান গেয়ে ভিক্ষা-শিক্ষা করে খাই, অত খবর রাখি নে। ভাল করে বক্‌সিস্ দাও তো না হয় পরশু এসে বলে যাব।"

এডওয়ার্ডস্। পরশু নেহি, আজ রাতকো হাম্‌কো খবর মিলনা চাহিয়ে। শওরূপেয়া বক্‌সিস্ দেঙ্গে।

শান্তি। শও দাও, আর হাজার দাও, বিশ ক্রোশ ও দুখানা ঠেঙ্গে হবে না।

এড। ঘোড়ে পর ?

শান্তি। ঘোড়ায় চড়তে জানলে আর তোমার তাঁবুতে এসে সারেঙ্গ বাজিয়ে ভিক্ষে করি ?

এড। গদী পর লে যায়েগা।

শান্তি। কে যাবে, তুমি নিজে যাবে ?

সাহেব তখন অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান লিণ্ড্‌লে নামক এক জন যুবা এনসাইন্‌কে দেখাইয়া তাহাকে বলিলেন, "লিণ্ড্‌লে, তুমি যাবে ?" লিণ্ড্‌লে বলিল, "আহ্লাপূর্বক।"

তখন ভারী একটা আরবী ঘোড়া সজ্জিত হইয়া আসিলে

লিণ্ড্‌লেও তৈয়ার হইল। শান্তিকে ধরিয়া ঘোড়ায় তুলিতে গেল। শান্তি বলিল, "আগে চল, ছাউনি ছাড়াই।"

লিণ্ড্‌লে ঘোড়ায় চড়িল। ঘোড়া ধীরে ধীরে হাঁটাইয়া চলিল। শান্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিয়া চলিল। শিবিরের বাহিরে আসিলে শান্তি লিণ্ড্‌লের পায়ের উপর পা দিয়া এক লাফে ঘোড়ায় চড়িল। লিণ্ড্‌লে হাসিয়া বলিল, "তুমি যে পাকা ঘোড়সওয়ার।"

শান্তি বলিল, "আমরা এমন পাকা ঘোড়সওয়ার যে তোমার সঙ্গে চড়িতে লজ্জা করে। ছিঃ। রেকাব পায়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়া!"

একবার বড়াই করিবার জন্য লিণ্ড্‌লে রেকাব হইতে পা তুলিয়া লইল। শান্তি অমনি নির্বোধ ইংরেজের গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল। লিণ্ড্‌লে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিল। শান্তি বায়ুবেগে অশ্বপৃষ্ঠে চলিল।

যে বনে জীবানন্দ লুকাইয়া ছিলেন, শান্তি সেইখানে গিয়া জীবানন্দকে সকল সমাচার অবগত করাইল। জীবানন্দ বলিলেন, "তবে আমি শীঘ্র গিয়া মহেন্দ্রকে সতর্ক করি। তুমি মেলায় গিয়া সত্যানন্দকে খবর দাও। তুমি ঘোড়ায় যাও—প্রভু যেন শীঘ্র সংবাদ পান।" তখন দুই জনে দুই দিকে ধাবিত হইল। বলা বৃথা, শান্তি আবার নবীনানন্দ হইল।

৪

এডওয়ার্ডস্ পাকা ইংরেজ। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাঁহার লোক ছিল। শীঘ্র তাঁহার নিকটে খবর পৌঁছিল যে, সেই বৈষ্ণবীটা লিণ্ড্‌লে সাহেবকে ফেলিয়া দিয়া আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াই এডওয়ার্ড বলিলেন, "An imp of Satan ! Strike the tents."

তখন ঠক্ ঠক্ খটাখট্ তাম্বুর খোঁটায় মুগুরের ঘা পড়িতে লাগিল। মেঘরচিত অমরাবতীর ন্যায় বস্ত্রনগরী অন্তর্হিত হইল। মাল গাড়িতে বোঝাই হইল। মানুষ ঘোড়ায় অথবা আপনার পায়ে। হিন্দু, মুসলমান, মাদরাজি, গোরা বন্দুক ঘাড়ে মস্-মস্ করিয়া চলিল। কামানের গাড়ি ঘড়োর ঘড়োর করিতে করিতে চলিল।

এদিকে মহেন্দ্র সন্তানসেনা লইয়া ক্রমে মেলার পথে অগ্রসর। সেই দিন বৈকালে মহেন্দ্র ভাবিলেন, বেলা পড়িয়া আসিল, শিবির সংস্থাপন করা যাক্।

শিবিরোপযোগী নিকটে একটি স্থান ছিল। একটা বড় বাগান—আম, কাঁটাল, বাবলা, তেঁতুল। মহেন্দ্র আজ্ঞা দিলেন, "এইখানেই শিবির কর।" তারই পাশে একটা টিলা

ছিল, মহেন্দ্র একবার ভাবিলেন, এ পাহাড়ের উপর শিবির করিলে হয়।

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে টিলার উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিছু দূর উঠিলে পর এক যুবা বৈষ্ণব সেনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, "চল, টিলায় চড়। ঐ পর্বতশিখরে আজ আমাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে।"

সন্তানেরা দেখিল, সেনাপতি জীবানন্দ। তখন 'হরে মুরারে' উচ্চ শব্দ করিয়া যাবতীয় সন্তানসেনা জীবানন্দের অনুকরণ পূর্বক বেগে টিলার উপর আরোহণ করিতে লাগিল। এক জন সজ্জিত অশ্ব আনিয়া জীবানন্দকে দিল। দূর হইতে মহেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, এ কি এ? না বলিতে ইহারা আসে কেন?

মহেন্দ্র ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া চাবুকের ঘায়ে ধোঁয়া উড়াইয়া দিয়া পর্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন। সন্তানবাহিনীর অগ্রবর্তী জীবানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কি আনন্দ?"

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আজ বড় আনন্দ। টিলার ওপিঠে এডওয়ার্ডস্ সাহেব। যে আগে উপরে উঠিবে, তারই জিত।"

তখন ধীরে ধীরে সন্তানসেনা পর্বতশিখর আরোহণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা সহসা সভয়ে দেখিল, মহেন্দ্রসিংহ

অতি দ্রুত বেগে স্তূপ হইতে অবতরণ করিতে করিতে তূর্যনিনাদ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শিখরদেশে নীলাকাশপটে কামানশ্রেণী সহিত ইংরেজের গোলন্দাজ সেনা শোভিত হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বৈষ্ণবী সেনা গাহিল—

"তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি,
তুমি মা বাহুতে শক্তি,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।"

কিন্তু ইংরেজের কামানের "গুড়ুম গুড়ুম গুম্" শব্দে সে মহাগীতি ভাসিয়া গেল। শত শত সন্তান হত-আহত হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র সহিত টিলার উপর শুইল। বৃথাই জীবানন্দ, বৃথাই মহেন্দ্র যত্ন করিতে লাগিলেন। পতনশীল শিলারাশির ন্যায় সন্তানসেনা টিলা হইতে ফিরিতে লাগিল। কে কোথায় পালায় ঠিকানা নাই।

তখন গোরার পল্টন টিলা হইতে নামিল। সঙ্গিন উঁচু করিয়া অতি দ্রুতবেগে পর্বতবিমুক্ত বিশাল তটিনীপ্রপাতবৎ দুর্দম অসংখ্য ব্রিটিশ সেনা, পালায়নপর সন্তানসেনার পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

জীবানন্দ অশ্বপৃষ্ঠে উঁচু হইয়া বহুদূর পশ্চাৎস্থিত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই, নবীনানন্দকে বলিও আমি চলিলাম, লোকান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।"

এই বলিয়া সেই বীরপুরুষ লৌহবৃষ্টিমধ্যে বেগে অশ্বচালন করিলেন, বামহস্তে বল্লম, দক্ষিণে বন্দুক, মুখে "হরে মুরারে!"

পলায়নপর সন্তানদিগকে মহেন্দ্র ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ একবার তোমরা ফিরিয়া জীবানন্দ গোঁসাইকে দেখ। দেখিলে মরিবে না"।

ফিরিয়া কতকগুলি সন্তান জীবানন্দের অ-মানুষী কীর্তি দেখিল; প্রথমে বিস্মিত হইল, তার পর বলিল, "জীবানন্দ মরিতে জানে, আমরা জানি না?"

এই কথা শুনিয়া কতক সন্তান ফিরিল। তাহাদের দেখা-দেখি আরও কতকগুলি ফিরিল, তাহাদের দেখাদেখি আরও কতকগুলি ফিরিল। বড় একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল।

এ দিকে সমস্ত রণক্ষেত্র হইতে সন্তানগণ দেখিতে পাইল যে, কতক সন্তানেরা আবার ফিরিতেছে। সকলেই মনে করিল, সন্তানের জয় হইয়াছে, সন্তান শত্রুকে তাড়াইয়া যাইতেছে। তখন সমস্ত সন্তানসৈন্য মার মার শব্দে ফিরিয়া ইংরেজ-সৈন্যের উপর ধাবিত হইল।

এদিকে ইংরেজ সেনার মধ্যে ভারী একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সিপাহীরা যুদ্ধে আর যত্ন না করিয়া দুই পাশ দিয়া পলাইতেছে, গোরারাও ফিরিয়া সঙ্গিন খাড়া করিয়া শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে।

ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন টিলার শিখরে অসংখ্য সন্তানসেনা দেখা যাইতেছে। তাহারা বীরদর্পে অবতরণ করিয়া ইংরেজ-সেনা আক্রমণ করিতেছে। তখন সন্তানদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "সন্তানগণ! ঐ দেখ, শিখরে

প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখা যাইতেছে। আজ স্বয়ং মুরারি রণে অবতীর্ণ—লক্ষ সন্তান স্তূপপৃষ্ঠে। বল 'হরে মুরারে! হরে মুরারে!'

তখন 'হরে মুরারে'র ভীষণ ধ্বনিতে, কাননপ্রান্তর মথিত হইতে লাগিল। তেজে মহেন্দ্রের বাহিনী উপরে আরোহণ করিতে লাগিল। রাজসেনা বিলোড়িত, স্তম্ভিত, ভীত হইল, সেই সময়ে পঞ্চবিংশতি সহস্র সন্তানসেনা লইয়া সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী শিখর হইতে তাহাদের উপর বিক্ষিপ্ত হইলেন।

তুমুল যুদ্ধ হইল।

দুই সন্তানসেনাসঙ্ঘর্ষে সেই বিশাল রাজসৈন্য নিষ্পেষিত হইল। ওয়ারেন্ হেস্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।

৫

পূর্ণিমার রাত্রি।—সেই ভীষণ রণক্ষেত্র তখন স্থির। শব্দ করিতেছে—কেবল শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী। সর্বোপরি আহত ব্যক্তির ক্ষণিক আর্তনাদ।

নিশীথকালে এক রমণী সেই অগম্য রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল। একটি মশাল জ্বালিয়া সেই শবরাশির মধ্যে সে কি খুঁজিতেছিল। প্রত্যেক মৃতদেহের মুখের কাছে মশাল লইয়া মুখ দেখিয়া, আবার অন্য শবের কাছে মশাল লইয়া যাইতেছিল। অনুসন্ধান করিয়া যুবতী সকল মাঠ ফিরিল—যা খুঁজে তা কোথাও পাইল না। তখন মশাল ফেলিয়া সেই শবরাশিপূর্ণ রুধিরাক্ত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সে শান্তি, জীবানন্দের দেহ খুঁজিতেছিল।

শান্তি লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন সময় এক অতি মধুর সকরুণ ধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

কে যেন বলিতেছে, "উঠ মা! কাঁদিও না"। শান্তি চাহিয়া দেখিল—দেখিল সম্মুখে জ্যোৎস্নালোক দাঁড়াইয়া এক অপূর্ব-দৃশ্য প্রকাণ্ডাকার জটাজুটধারী মহাপুরুষ।

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা! জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজিয়া দিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে আইস।"

তখন সেই পুরুষ শান্তিকে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন। সেখানে অসংখ্য শবরাশি উপর্যুপরি পড়িয়াছে। সেই শবরাশি নাড়িয়া সেই মহা বলবান পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির করিলেন। শান্তি চিনিল, সেই জীবানন্দের দেহ। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রুধিরে পরিপ্লুত। শান্তি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আবার তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা! জীবানন্দ কি মরিয়াছে? স্থির হইয়া ইহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

শান্তি শবের নাড়ী টিপিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই।

যেখানে হৃৎপিণ্ড শান্তি সেইখানে হাত দিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই, সব শীতল।

মহাপুরুষ বামহস্তে জীবানন্দের দেহ স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, "তুমি ভয়ে হতাশ হইয়াছ। তাই বুঝিতে পারিতেছ না—শরীরে কিছু তাপ এখনও আছে বোধ হইতেছে। আবার দেখ দেখি।"

শান্তি তখন আবার নাড়ী দেখিল, কিছু গতি আছে। বিস্মিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের উপর হাত রাখিল—একটু নিশ্বাস বহিতেছে।

তিনি বলিলেন, "তুমি উহাকে বহিয়া পুষ্করিণীতে আনিতে পারিবে? আমি চিকিৎসক, উহার চিকিৎসা করিব।"

শান্তি অনায়াসে জীবানন্দকে কোলে তুলিয়া পুকুরের দিকে লইয়া চলিল।

লইয়া গিয়া রক্ত ধৌত করিল। তখনই চিকিৎসক বন্য লতাপাতার প্রলেপ লইয়া আসিয়া সকল ক্ষতমুখে দিলেন, তার পর বারংবার জীবানন্দের সর্বাঙ্গে হাত বুলাইলেন। তখন জীবানন্দ এক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। শান্তির মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধে কার জয় হইল ?"

শান্তি বলিল, "তোমারই জয়। এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।"

তখন উভয়ে দেখিল, কেহ কোথাও নাই। কাহাকে প্রণাম করিবে ?

জীবানন্দের শরীর ঔষধের গুণে অতি অল্প সময়েই সুস্থ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "শান্তি! সেই চিকিৎসকের ঔষধের আশ্চর্য গুণ! আমার শরীরে আর কোন বেদনা বা গ্লানি নাই—এখন কোথায় যাইবে চল ; ঐ সন্তান-সেনার জয়ের উৎসবের গোল শুনা যাইতেছে।"

শান্তি বলিল, "মা'র কার্যোদ্ধার হইয়াছে। এ দেশ সন্তানের হইয়াছে। তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্তানধর্মের জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিলে। এ পুনঃপ্রাপ্ত দেহে সন্তানের আর অধিকার নাই, আমরা সন্তানের পক্ষে মরিয়াছি। চল এখন গিয়া আমরা দেশে দেশে তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াই।"

জীব। তার পর ?

শান্তি। তার পর হিমালয়ের উপর কুটির প্রস্তুত করিয়া

দুই জনে দেবতার আরাধনা করিব—যাতে মা'র মঙ্গল হ
সেই বর মাগিব।

তখন দুই জনে উঠিয়া হাত ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাম
নিশীথে অন্তর্হিত হইল।

(হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পু
শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি?)